চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 September, 2019 ■ আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৯ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রদ্ধা জানান ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে। ছবি নিজস্ব।

শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক পাঠ দিলেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষক দিবসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন রাজ্যের শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল রমেশ বাইস, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক পাঠ দিয়েছেন। ত্রিপুরায় এই প্রথম প্রশাসনিক প্রধানরা শিক্ষার্থীদের পাঠ দেওয়া-নেওয়া করেছেন। এই পদক্ষেপকে ঘিরে এদিন শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

এদিন শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ পাঠ দিয়েছেন। তিনি আগরতলায় শিশুবিহার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আজ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন তিনি। শিক্ষার্থীদের অনেকেই শিক্ষামন্ত্রীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। তাতে তিনি ভীষণ আপ্লুত বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আজকের প্রজন্ম আগামীদিনের ভবিষ্যত। তাঁর কথায়, আজকের প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হলে, ভারতবর্ষকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানো যাবে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন বিজয়কুমার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা।

৫৮-তম শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলার শিশুবিহার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রেরণামূলক পাঠদান করেন। শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী দেব ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং মহান দার্শনিক ড় সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন। পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চান। শিক্ষার্থীরাও মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। শিক্ষার্থীদের সাথে ইতিহাস, সাধারণজ্ঞান-সহ আরও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতবিনিময় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা সমন্ধীয় শিক্ষার্থীদের লেখা 'শিক্ষাদ্বীপ' শীর্ষক একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও উপস্থিত ছিলেন। পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে কথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনআরসি ঃ ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ায় বিক্ষোভ এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। অসমে নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নবায়নে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ায় কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছে এসইউসিআই(সি)। সংগঠনের বক্তারা আজ বিক্ষোভ সভায় নাগরিকপঞ্জির বিরোধিতা করেছেন।

অসমে ১৯-লক্ষের বেশি মানুষকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে আজ এসইউসিআই(সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে এদিন বিকাল ৫-টায় আগরতলার বটতলায় এক বিক্ষোভ সভা আয়োজন করেছে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য সঞ্জয় চৌধুরী এবং সম্পাদক অরুণ কুমার ভৌমিক। তাঁদের বক্তব্য, ১৯৫১ সালের পর দেশের কোথাও আর নাগরিকপঞ্জি নবায়ন করা হয়নি।

কিন্তু অসমের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির দাবির কাছে নতি স্বীকার করে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও অসমের কংগ্রেস সরকার নাগরিকপঞ্জি নবায়নের কথা ঘোষণা করেছিল। পাশাপাশি বিদেশি শনাক্ত করতে ট্রাইবুনালও গঠন করেছিল । কিন্তু ট্রাইবুনালের মারফত পরবর্তী অগপ (আঞ্চলিক রাজনৈতক দল অসম গণ পরিষদ) সরকার বেশিরভাগ মানুষকে বিদেশি হিসাবে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হলে তৎকালীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতসকালে কমলপুরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। সাতসকালে পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার শ্রীরামপুর এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় ওই মৃতদেহ নিয়ে পুলিশও ধন্দে রয়েছে।

কমলপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে শ্রীরামপুর এলাকায় একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ থানায় খবর দেন। সে-মোতাবেক ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কমলপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের দাবি, মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩০ বছর হবে। তাছাড়া, অন্তত তিনদিন আগে ওই তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন, আজ সকালে জঙ্গলে যাওয়ার পর পঁচা গন্ধ পেয়ে খুঁজে দেখি একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, মৃতদেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে।

এদিকে, ওই মৃতদেহের পরিচয় জানতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। কমলপুর থানার পুলিশের বক্তব্য, রাজ্যের সমস্ত থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কেউ কোনও হদিশ দেয়নি। পুলিশ আজ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

১৪ দিনের জন্য তিহার জেলে পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর।। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় ১৪ দিনের জন্য পি চিদম্বরমকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখা নির্দেশ দিল সিবিআই-এর বিশেষ আদালত। ফলে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিহার জেলে থাকতে হবে দেশের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

বৃহস্পতিবার চিদাম্বরমের সিবিআই হেফাজতে থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তাকে এদিন সিবিআই আদালতে হাজির করা হয়েছিল। আদালত তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিলে চিদাম্বরম কারাগারের ভেতরে ওষুধ, পশ্চিমী ধাঁচের শৌচাগার ও জেড পর্যায় নিরাপত্তা দেওয়ার আবেদন আদালতের কাছে করেন। পাশাপাশি তাঁকে পৃথক সেলের রাখারও আবেদন আদালতের কাছে করেন তিনি। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সেই আর্জি মেনে নিয়েছে আদালত। অন্যদিকে সলিসিটার তুষার মেহেতা আদালতকে আশ্বাস্ত করে জানিয়েছিলেন যে চিদাম্বরমকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেওয়া হবে। আদালত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখা নির্দেশ দিলে চিদাম্বরম তার অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন প্রত্যাহার করেন। বৃহস্পতিবার শুনানির সময় সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহেতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প সম্পন্ন হতে বিলম্ব, নেপথ্যে নিম্নমানের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এই রেল প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হতে ঘোষিত সময় সীমার অতিরিক্ত সময় লাগছে। অবশ্য, নির্মাণ কাজের বরাত সংস্থার নিম্নমানের কাজের ফলশ্রুতিতেই এই বিলম্ব বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি পরিবহন দপ্তর আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজের পর্যালোচনা করেছে। তাতে নির্মাণ সংস্থাকে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপনের প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল। ডোনার মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পের ভারতের অংশে এবং বিদেশমন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের অংশে কাজ শুরু হয়। ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দিকে রেল লাইন নির্মাণের নির্দিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়েছিল। তেমনি নিশ্চিন্তপুর থেকে বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৩৯২ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে, ভারতের অংশে ২১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশের অংশে ৮০ কোটি ৯৩ লক্ষ্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, জমি অধিগ্রহণ বাবদ ভারতীয় অংশে ৯৭ কোটি ৬৩ লক্ষ এবং বাংলাদেশের অংশে ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল।

এই রেলপথ নির্মাণে ভারতীয় অংশে ৫.৪৬ কিমি ইরকন সংস্থাকে নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল। তেমনি বাংলাদেশের অংশে ৬.৫৭ কিমি অংশে নির্মাণ কাজে টেক্সমেকো রেল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃকে নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল।

সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের অংশে জমি অধিগ্রহণের ধীরগতি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হতে বিলম্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, বেনাকূল সীমান্তে নির্মাণ সামগ্রী আমদানি বন্ধ করে রেয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ভজাত ছেলের হাতে প্রাণঘাতী হামলার শিকার বৃদ্ধা মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। গর্ভজাত ছেলের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন মা। এমন এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কালাগাঙ্গের পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরগুল এলাকায়। ছেলে অজয় মালাকারের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন গর্ভধারিণী আরতী মালাকার নামের বছর ৬০-এর এক বৃদ্ধা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আরতিদেবীর স্বামী ও বড় ছেলে গত কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তাঁরা মারা গেলেও রেশন কার্ডে তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ছেলে অজয় মালাকারের স্ত্রী ও কন্যার নাম রেশন কার্ডের তোলার জন্য খাদ্য দফতরে কাগজপত্র নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করেন আরতীদেবী। যেহেতু খাদ্য দফতরের অফিস ধর্মনগরে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগ্য সম্মান পাননি ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি অসন্তুষ্ট চড়িলামবাসী জানালেন সফররত বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে অবদানের জন্য যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি ক্যাপ্টেন বি আর চ্যাটার্জিকে। দীর্ঘ বছর বাদে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মুক্তিযুদ্ধ একাডেমি ট্রাস্টের সদস্যদের সামনে পেয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করলেন চড়িলামবাসী। অবশ্য ক্যাপ্টেন বি আর চ্যাটার্জিকে অবজ্ঞার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি ভারত সরকার এবং ত্রিপুরায় পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারও সমানভাবে দায়ী। কারণ, মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার যখন সম্মাননা জানিয়েছিল, তখন ক্যাপ্টেন বি আর চ্যাটার্জিকে কেউ মনে রাখেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ একাডেমি ট্রাস্টের উদ্যোগে এক দল প্রতিনিধি ত্রিপুরা সফরে এসেছেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার যথেষ্ট অবদান ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ক্যাপ্টেন বি আর চ্যাটার্জি। আজ চড়িলামে তাঁর ভিটেতে গিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ একাডেমি ট্রাস্টের প্রতিনিধিরা। এদিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, কুমিল্লার এমপি আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার, রোস্তম আলি, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা এবং বিশালগড় মহকুমা শাসক ও চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি তাপস দাস।

গঙ্গা-যমুনা ক্যাম্পে মুক্তি ফৌজের বাহিনীদের প্রশিক্ষণ দিতেন ক্যাপ্টেন বি আর চ্যাটার্জি। আজ তাঁর ভিটেতে পৌছে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করেন স্থানীয় হাবিল মিয়া । তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বলেন, গঙ্গা-যমুনা দুটি ক্যাম্পে প্রায় আড়াই হাজার মুক্তি যোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিভিন্ন সময় তাঁদেরকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠানো হত । কুমিল্লার এমপি বলেন, তিনিও ওই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে গেছেন । হাবুলবাবু পুণরায় স্মৃতি টেনে এনে বলেন, পাকিস্তানিরা ওই ক্যাম্প সম্পর্কে জেনে ফেলেছিল। তখন তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় থানাধীন বাইদ্যাদীঘি এলাকায় মামার বাড়ি বেড়াতে এসে চার বছের এক শিশুর পুকুরে জলে পরে মৃত্যু হয়।শিশুর নাম তিতাশ চক্রবর্তী। বাড়ি রানীর বাজার।ঘটনাটি ঘটে বাইদ্যাদীঘি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় যখন যান দুর্ঘটনা ঘটে তখন হরিপদ ভট্টাচার্য(দাদা) তার বাড়ির সকলে দুর্ঘটনা স্থলে চলে যায়।এমন সময় চার বছরের শিশুটি বাড়ির পাশের পুকুরের জলে পরে যায়।ততক্ষণে বাড়ির লোকজন শিশুটিকে খুঁজে পায়নি।হঠাৎ দেখতে পায় পুকুরের জলে শিশু হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন জল থেকে তুলে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পথের বলি স্কুলছাত্র সহ দুই, গুরুতর ভাবে আহত আরো দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। যান সন্ত্রাস আবারও এক মায়ের কোল খালি করে দিল। প্রচণ্ড গতিতে বলেরো গাড়ি অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া এক নাবালককে পিষে মারল । তাঁর সহপাঠীও গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ওই ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ঘাতক বলেরো গাড়িটি ভাঙচুর করেছেন। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘক্ষণ তাঁরা পথ অবরোধ করেও রেখেছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রতি দুর্ঘটনার মতোই, ওই দুর্ঘটনার পর বলেরো গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন বাইদ্যাদীঘি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সামনে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

বৃহস্পতিবার বিরতি চলাকালীন ধ্বজনগরের বাসিন্দা বাবুল মিয়াঁর ছেলে বাপন মিয়াঁ (১৪) এবং মহম্মদ হুমায়ুন মিয়াঁর ছেলে উজ্জ্বল মিয়াঁ (১৪) দুই বন্ধু মিলে বিদ্যালয়ের বাইরে টিফিন খেতে গিয়েছিল। তারা দু'জনই বাইদ্যাদীঘি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র । সকাল পৌনে এগারটা নাগাদ বিদ্যালয়ে ফেরার পথে বিশালগড়-গোলাঘাটি মূল সড়কে বিদ্যালয়ের গেটের সামনে টিআর ০৭ ১৬৫৬ নম্বরের একটি বলেরো গাড়ি তাদের ধাক্কা মারে। ধাক্কায় তারা দুজনেই ছিটকে পড়ে এবং তাদের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে । বাপন মিয়াঁর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে দু'জনকে উদ্ধার করে বিশাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা বাপন মিয়াঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, উজ্জ্বল মিয়াঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, বিশালগড় থেকে গোলাঘাটির দিকে প্রচণ্ড গতিতে যাচ্ছিল ঘাতক বলেরোটি। ফলে, চালক গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় জনগণের দাবি, চালকের ভুলের মাশুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩২৪ ▫ ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৯ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উদ্বৃত্ত আয় হস্তান্তর করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নতুন কিছু নয়

ভারত সরকারকে ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করিবার যে সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিয়ে নানা রকম মত বাজারে শোনা যাইতেছে। কেউ বলিতেছেন, সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত মুচড়ে এই টাকা আদায় করিতেছে, যাহা অত্যন্ত অন্যায্য। কেউ বলিতেছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মালিক যেহেতু ভারত সরকার, তাই তাহার সম্পদের ওপর সরকারের পূর্ণ অধিকার আছে। বিষয়টাকে ভাল করিয়া বোঝা দরকার। বিশেষত এই কারণে যে, টাকা হস্তান্তরের ব্যাপারটা আজ না হোক কাল সাধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক ভাগ্যকেও প্রভাবিত করিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৪-এর ৪৭ নম্বর ধারা বলিতেছে, কোনও আর্থিক বর্ষে সব খরচ-খরচা এবং ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাব্য ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থান করিবার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের যে অংশটা উদ্বৃত্ত থাকিবে সেটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তান্তর করিবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্বৃত্ত আয় হস্তান্তর করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে নতুন কিছু নয়, নিয়মবহির্ভূতও নয়। নতুন ব্যাপারটা হইল, এই বিপুল পরিমাণে উদ্বৃত্ত আয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আগে কখনও সরকারকে হস্তান্তর করেনি। পরিসংখ্যান বলিতেছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮, এই দশ বছরে বার্ষিক হস্তান্তরের গড় পরিমাণ ৩৭,২৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার ২০০৯ থেকে ২০১৩, এই পাঁচ বছরে গড় হস্তান্তর ছিল বছরে ২১,৫৫৯ কোটি টাকা। কিন্তু তার পরবর্তী পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ২০১৪ থেকে ২০১৮ অবধি, বার্ষিক গড় হস্তান্তর বাড়িয়া হইয়াছে ৫৩,০২২ কোটি টাকা। স্পষ্টতই, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর থেকে হস্তান্তর উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়াছে। কিন্তু, ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার মতো এত বড় অঙ্কের বার্ষিক হস্তান্তর আগে কখনও ঘটেনি। এই বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় কোথা থেকে আসিতেছে? তাহা হইলে কি এ বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় খুব বারিইয়া গিয়েছে? না কি, তাহাদের খরচ বা ভবিষ্যৎ ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হঠাৎ কমে গিয়াছে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের উৎস মূলত তিনটি। এক, তাদের ভাণ্ডারে গচ্ছিত ভারত সরকারের ঋণপত্রের সুদ। এই ঋণপত্র দরকার মতো বেচাকেনা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশে নগদের জোগান নিয়ন্ত্রণে রাখে, যে বেচাকেনার পোষাকি নাম ওপেন মার্কেট অপরেশন। দুই, ভারত সরকারের জন্য বাজার থেকে ঋণ তুলিয়া দেওয়ার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ। তিন, তাহাদের ভাণ্ডারে গচ্ছিত বিদেশি ঋণপত্রের সুদ। বর্তমান বছরে এগুলোর কোনওটিতেই সাংঘাতিক আয় বাড়েনি। অপর পক্ষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খরচ-খরচাও যে রাতারাতি ভীষণ কমিয়া গিয়াছে, বলা যাইবে না।

তাহা হলে বাকি রইল ভবিষ্যৎ ঝুঁকির জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঝুঁকি নানা রকম। কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা একেবারে তলানিতে ঠেকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককেই সেই অবস্থার সামাল দিতে হয়। ব্যাঙ্কদের কাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই শেষ ভরসা, 'লেন্ডার অব লাস্ট রিসর্ট'। এই ভূমিকা সুষ্ঠু ভাবে পালন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে কিছু অর্থসংস্থান করে রাখা জরুরি। আবার দেশের শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ হঠাৎ বাড়িয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা দেশি শেয়ার কেনার জন্য ডলার দিয়ে টাকা ক্রয় করিয়া থাকেন। ফলে দেশের মধ্যে টাকার জোগান বাড়িয়া গিয়া মূল্যস্ফীতির উপক্রম হয়। সেই মূল্যস্ফীতি ঠেকাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তখন নিজের ভাণ্ডার থেকে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে বাজার থেকে উদ্বৃত্ত টাকা তুলিয়া নিতে হয়, অর্থনীতির পরিভাষায় যার নাম স্টেরিলাইজেশন। কিন্তু এর ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে সুদ-উপার্জনকারী ঋণপত্রের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সুদহীন টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ও কমিয়া যায়। এটা আর এক ধরনের ঝুঁকি, যার জন্যেও অর্থসংস্থান করিয়া রাখা দরকার। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়মিত বিদেশি মুদ্রা বেচাকেনা করে টাকার দামকে স্থিতিশীল রাখাটাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা বড় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা-রুপো এবং বিদেশি মুদ্রা থাকা প্রয়োজন।

এই সব সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা রিজার্ভ ফান্ড বা সংরক্ষিত তহবিল আছে। এর একটা বড় অংশ সোনা-রুপো ও বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার এবং আর একটা বড় অংশ তাদের কন্টিনজেন্সি ফান্ড বা আপৎকালীন তহবিল। ২০০৯ থেকে ২০১৮ এই দশ বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গড়ে তাহার মোট সম্পদের ৮.৪৯ শতাংশ তাহার আপৎকালীন তহবিলে রহিয়াছে। একই সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট সম্পদের গড়ে ২৫.৫৮ শতাংশ রাখা হইয়াছিল তাহার সংরক্ষিত তহবিলে।

ভারতে এখন বৃদ্ধির হার কমিয়াছে, বাড়িয়াছে বেকারত্ব, বন্ধ হইয়া যাওয়া কলকারখানার সংখ্যা। জিনিসপত্রের চাহিদা নেই, তাই বিনিয়োগ হইতেছে না, আবার বিনিয়োগ হইতেছে না বলিয়া কর্মসংস্থান হইতেছে না এবং সেই কারণে জিনিসপত্রের চাহিদা নাই। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ক্রমশ আমরা মন্দার দুষ্টচক্রে নিমজ্জিত হইতেছে। এই অবস্থায় দেশের আর্থিক ক্ষেত্রটিও খুব সুরক্ষিত নাই। কাজেই এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সক্রিয় ভূমিকা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আপৎকালীন তহবিল কমিয়া গেলে কী করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবে? আসলে, সম্পদের অনুপাত হিসেবে স্থির না করিয়া দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে আপৎকালীন তহবিল ধার্য করা উচিত। সেটা দেখলে আপৎকালীন তহবিল কমানোর বদলাইয়া বাড়ানো উচিত ছিল।

বিয়ের আগে "স্বাস্থ্যকুন্ডলী" তৈরীর বার্তা নিয়ে মিরাট থেকে কলকাতা সাইকেলে পাড়ি ডাঃ অনিল

দুর্গাপুর, ৫ সেপ্টম্বর (হি.স.): "স্বাস্থ্যবান নতুন প্রজন্ম, স্বাস্থ্যবান ভারত"। আর সেই লক্ষ্যে বিয়ের আগে পাত্র পাত্রীর "স্বাস্থ্যকুন্ডলী" তৈরির বার্তা দিতে সুদুর মিরাট থেকে বাংলায় রাজভবনে সাইকেলে পাড়ি দিলেন ডাঃ অনিল নৌসরান। বৃহস্পতিবার মাঝপথে দুর্গাপুরে ক্ষনিকের বিশ্রামে দিয়ে গেলেন কিছু স্বাস্থ্য সচেতনের টোটকা।

ডাঃ অনিল নৌসরান। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের নাগল র বাসিন্দা। পেশায় চিকিৎসক। স্বাস্থ্যবান নতুন প্রজন্ম, স্বাস্থ্যবান সমাজ, স্বাস্থবান ভারতের লক্ষ্যে সাইকেল বিভিন্ন জায়গা ঘুরছেন। গত ৩১ আগষ্ট মিরাট থেকে কলকাতার রাজভবনের উদ্দেশ্য বেরিয়েছেন। বৃহঃস্পতি বার দুর্গাপুর কিছুক্ষনের জন্য বিশ্রাম নেন। ওই সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বার্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' উদ্দেশ্য, দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পান। তাই বিয়ের আগে অবশ্যই স্বাস্থ্য কুন্ডলী তৈরী দরকার। অর্থাৎ, রক্ত সহ শরীর জিনঘটিত পরীক্ষা করে রাখা। তাতে এইডস, থ্যালাসেমিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যাধি থাকলে ধরা পড়বে। এবং চিকিৎসা করাতে পারবে। স্বাস্থ্যকুন্ডলী না তৈরী রাখলে বিয়ের পর নতুন প্রজন্মের শরীরে ওই রোগের বাসা বাঁধবে। তাতে এমনও হতে পারে চিকিৎসায় গোটা পরিবারটা সর্বসান্ত হয়ে যাবে। অনেক সময় ওই মারনরোগের কারনে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে সংসারে অশান্তি। এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তাই নতুন প্রজন্মকে স্বাস্থ্যবান করলে, সমাজ ও দেশ স্বাস্থ্যবান হবে। তাতে একটা পরিবার যেমন উন্নতি হবে। দেশও উন্নতি হবে।' ২০১৮ সাল থেকে তিনি সাইকেলে এই বার্তা দিয়ে চলেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ইতিমধ্যে, সাইকেলে মুসৌরী, বারাউনি, জয়পুর, এলাহাবাদ, সিমলা গেছেন। এবার কলকাতা। তারপর আগামী নভেম্বর মাসে লালচক শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী রওনা দেবেন সাইকেলে। তিনি বলেন,' বৃহঃস্পতিবার বিকালে রাজভবনে পৌঁছাব। এবং শুক্রবার সকাল দশ'টায় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।' ি

আমেরিকা কতটা বিশ্বাসযোগ্য

পবিত্র রায়

বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতি এক ঘোলাটে পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে চলছে। স্বঘোষিত পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন এক গোঁজামিল রাজনীতির জন্ম দিয়ে ফেলেছে যে, কোনওভাবেই কিছু ঠাহর করা মুশকিল হয়ে পড়ছে। আমেরিকার বিগত নির্বাচনে রিপাবলিক দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জয়ের পিছনে ছিল এক ভীষণ হিংসাবদী অবস্থান। কী সেই হিংসা? সোজাসাপটা কথায় উত্তর হল, মুসলিম বিদ্বেষই ছিল সেই ভয়ঙ্কর হিংসাবাদী অবস্থান। প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, তিনি রাষ্ট্রপতি হলে আমেরিকার মুসলিমদের মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দেবেন, তথা দেশকে মুসলিম সন্ত্রাসমুক্ত করে ছাড়বেন। এই কথায় যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। অসাম্প্রদায়িক বলে খ্যাত মার্কিনীরা ট্রাম্প সাহেবের এই কথা যেন স্বস্তি খুঁজে পেল। মনে হয় এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসম মুসলিমরা আমেরিকাকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসছিল। ফল যা হবার তাই হল। ভোটররা বলতে শুরু করল যে এই মানুষটা যাই হোক সত্যি কথা সোজাসুজি বলে দেয়, মনের মধ্যে কিছু গোপন রাখেন না। জনগণ ঢেলে ভোট দিল, আর ড্যাং ড্যাং করে মেলানিয়াকে আমেরিকা তথা সারা পৃথিবীর স্বঘাষিত ভাগ্যবিধাতা মনে করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন। আমেরিকার জনগণ তথা আমরা গদগদ হয়ে উঠলাম। আমরা গদগদ হলা বলে যে এবার বোধ হয় আমাদের প্রতি আমেরিকার উন্নসিকতা কমবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা গেলেন, উষ্ণ সংবর্ধনা পেলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সাতে ব্যক্তিগত সম্পর্কও তৈরি হল। আমরা বাহবা দিলাম, আর উৎফুল্ল হলাম এই বলে যে এবার যখন সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, তখন আমাদের আর পায়কে। চিন পাকিস্তানকে পিটিয়ে এবার আমরা ঠাণ্ডা করে দেব। যেন একটা মার মার কাট কাট ভাব। একবারও ভাবা হল না, আমেরিকার ওপর কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে।

এ তো এগল আমাদের পক্ষের একটা দিক। সবচাইতে অবাক হওয়ার মতো একটা খবরে সারা বিশ্ব চমকিত হয়ে উঠেছিল, যে বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। কোন্য এক সূত্র থেকে আমেরিকার সংবাদমাধ্যম আবিষ্কার করে ফেলল, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ী হওয়ার পিছনে রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের পরোক্ষে এক বিশাল ভূমিকা ছিল। কী অদ্ভুত।

ডোনাল্ড ট্রাম্পও স্বীকার ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর খুব ভালো বন্ধু। ব্যাস, আবারও অগ্নিতে ঘি পড়ল। মার্কিন জনগণ রাষ্ট্রপতির দিকে আঙ্গুল তুলতে শুরু করল। তবে আসল ঘটনা যাই হোক না কেন, সোজাসুজি বা মসৃণভাবে বর্তমান রাষ্ট্রপতি ক্ষমতায় আরোহন করেননি। রাশিয়া এ ব্যাপারে যতই অস্বাকীর করুক না কেন, যা রটে তার কিছু না কিছু ঘটে জাতীয় প্রবাদে বিশ্বাস করার মতো বেশ কিছু উপাদান জনগণ কিন্তু পেয়েগিল তা সে মার্কিন হোক বা তৃতীয় বিশ্বের মানুষই হোক। বোঝা গেল শুধু তৃতীয় বিশ্বই নয়, আমেরিকার মতো দেশেও নির্বাচনে জেতার জন্য রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা জাতপাতের খেলা, অসদুপায় গ্রহণ করা কুকথার মেলা বসেয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। আমেরিকার বিগত নির্বাচন প্রাণ করে দিল, তৃতীয় বিশ্বের নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার মাথা গলানোর অধিকার নেই। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের বিগত নির্বাচনে আওয়ামি লিগ জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আরোহন করলে ওই আমেরিকাই বলেছিল বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি।

এটা তো গেল প্রথম পর্বের আলোচনা। প্রথম দিককার

গদগদ ভাব কাটিতে না কাটাতেই আমেরিকা বর্তমান রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে হঠাৎ ঘোষণা করে দিল ছ'টা মুসলিম দেশের নাগরিক আমেকিরয় ঢুকতে পারবে না। সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল ঘোষণাটি। এরপরই আবার চমক। বলা হল মেক্সিকো সীমান্তে পাঁচিল তোলা হবে, যার খরচ দিতে হবে মেক্সিকোকে। পাঁচিল প্রয়োজন আমেরিকার অর্থ দিতে হবে দরিদ্র মেক্সিকোকে—এ যেন পাড়ার মস্তানের মস্তানি। অন্যভাবে বললে, যেন মামা বাড়ির আবদার। অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে গিয়ে তাঁদের শিশু সন্তানদের সঙ্গে শিয়াল কুকুরের মতো ব্যবহার করল এই ট্রাম্পেরই প্রশাসন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইচ ওয়ান বি ভিসা সংক্রান্ত আইন কঠোর করে বিদেশিদের কাজের পরিসর সঙ্কোচন করে দিল। এবার কিন্তু ভারতের মুখে সরাসরি আঘাত করা হল। আমাদের দেশের বহু মানুষ সে দেশে চাকরি সূত্রে থাকেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বহু ভারতীয় যাদের আমেরিকায় থাকাটাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিনি রাষ্ট্রপতি পদে আরোহণের গদগদ ভাব কাটতে শুরু করল। এরপর দেখা গেল ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি সম্পূর্ণভাবে মান্য করলে আমেরিকার পক্ষে সামুহিক বিপর্যয় চলে আসতে পারে। মেক্সিকো থেকে বেআইনি অভিবাসীরা মূলত কৃষিকাজ করে আমেরিকায়। ট্রাম্পের ঘোষণার পর দেখা, গেল, টমেটো পচছে, তোলার মানুষ নেই। সিলিকন ভ্যালি থেকে সব ইন্ডিয়ান যদি একসঙ্গে চলে আসে , তা হলে আমেরিকার আইটি ইন্ডিয়াস্ট্রি ধসে পড়বে এক লহমায়। এবার সামান্য হলেও ট্রাম্পের হুঁশ ফিরল। আমতা আমতা করে বললেন, অভিবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ভারতীয়দের জন্য নয়। আমরা মনে করলাম আহা। ট্রাম্প কত ভাল।

ট্রাম্পের মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক সব ফরমান জারি দেখে আমরা অনেকেই ট্রাম্পেকে উন্মাদ? আজ না হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। জনগণের দয়ায়, একথা সবাই জানেন। ভুললে চলবে না। মার্কিন রষ্ট্রপতি হওয়ার আগে এই ট্রাম্প সাহেব আমেরিকার সেরা ধনীদের একজন হয়েছিলেন স্রেফ ব্যবসায়ীক বুদ্ধি প্রয়োজন করে । কোনও উম্মাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, নিখুঁত ব্যবসায়িক বুদ্ধিতেই এটা সম্ভব হতে পারে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যতই উল্টোপাল্টা কথা বলুন না কেন, সবই নিখুঁত ব্যবসাবৃত্তির নিমিত্ত বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে শুধু আমেরিকা নয় সঙ্গে রাশিয়াও সেই পরিকল্পনায় ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে। সেটা আবার কেমন?

আমরা সবাই জানি, আমেরিকার অর্থনীতির এক বিপর্যয় সময়ে রাষ্ট্রপতি হয়ে দেশের হাল ধরেছিলেন বারাক হোসেন ওবামা। সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছিলেন দেশের হাল ঘোরানোর জন্য। মারাত্মক কিছু করতে না পারলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অর্থনৈতিক অধঃপতন রুখে দিয়েছিলেন। ওই সময়ে প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। খুব বড় অঙ্কের এক অস্ত্রক্রয়ের চুক্তি করে মার্কিন অর্থনীতিকে সমূহ বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সারা পৃথিবীর অস্ত্রবিক্রেতা দেশগুলির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ওই অস্ত্র ডিলাটির দিকে। সমস্ত দেশেগুলিই ভাবতে শুরু করে ভারত অর্থনৈতিক দিক থেকে উঠে আসছে। সুতরাং এবার শুরু হল ভারতীয় অস্ত্রবাজার দখলের প্রতিযোগিতা। প্রথমেই ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের সঙেগ রাফায়েল বিমানের জন্য ৫৯ হাজার কোটি টাকা টাকার চুক্তি দেখে এবার মাথা ঘুরে গেল অস্ত্র ব্যবসায়ী দেশগুলোর। এতদিন ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মিত মিগ সিরিজের বিমানগুলির ওপর। সুখোই বিমান দেশে তৈরি হওয়ায় রাশিয়া থেকে নতুন করে বিমান ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। পরিবর্তে ফরাসি রাফায়েল কেনার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হলে রাশিয়ার গোঁসা হয়। তারা পাকিস্তানকে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। বাধ্যতামূলকভাবে রাশিয়ার মান ভাঙাতে সচেষ্ট হতে হয় ভারতকে। অর্থাৎ একপ্রকার ব্ল্যাকমেল করে জবরদস্তিভাবে অস্ত্র বিক্রি করে রাশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই দৃষ্ট হয়। সিরিয়ায় ন্যাটো গোষ্ঠীর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুতিন হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, আর একটা আক্রমণ হল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, সবাই যেন বাঙ্কারে খাদ্য মজুত করা শুরু করে। অর্থাৎ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে বাজার গরম করল রাশিয়া। সিরিয়া নিয়ে টানাপোড়ানে একবার রাশিয়া, তো অন্যবার আমেরিকা হুমকি দিয়ে বাজার গরম রাখছে। পরিণামে অস্ত্র ব্যবসায় দু'পক্ষের ভালোরকম অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, চলেছে।

সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার বুকে চিন এবং রাশিয়া মিলে এক বিশাল সামরিক মহড়া চালিয়েছে, খুব সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এ যাবৎকালের মধ্যে সবচাইতে বড় সামরিক মহড়া। দেখতে সমরবিদ্যার অনুশীলন হলেও ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। পেশীশক্তির প্রাবল্য, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা প্রভৃতি কারণগুলি ছিল মুখ্য। এর ফলে বিদেশে অস্ত্রবাজার ধরতে অসুবিধা হয়। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, এই মহড়ার পরই ভারত রাশিয়া থেক এস ৪০০ নামক ক্ষেপনাস্ত্র নিরোধক ব্যবস্থা ক্রয় করার চুক্তি করে। মনে হয় রাশিয়া ও আমেরিকা গটআপ গেম খেলে আমাদের উত্তপ্ত রেখে অস্ত্র বিক্রি করে চলেছে। মাঝে মাঝে গোয়েন্দা তথ্য দেখিয়ে বলে ভারতের পক্ষে কোনও এক দেশ হুমকি হয়ে উঠছে। ব্যাস আর যায কোথা। আবারও সেই অস্ত্রক্রয়ই মুখ্য হয়ে ওঠে আমাদের পক্ষে।

এরপর অর্থনৈতিক ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা না করলেই নয়। আমাদের দেশের মূল অর্থ ব্যয় হয় প্রধানত অস্ত্র ক্রয় শক্তি জ্বালানি তেল ও গ্যাস সরবরাহ করে বর্তমানে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সম্পর্কে একেবারেই ভালো নয়। যখন তখন সামান্য অজুহাতে আমেরিকা একের পর এক নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছে দেশটির উপর। অল্পদিন আগেই সারা পৃথিবীর মুখে এক থাপ্পাড় মেরে একতরফাভাবে ইরানের সঙ্গে চালু থাকা পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেল আমেরিকা আন্তর্জাতিক চুক্তিকে এরকম বিনা কারণে এভাবে লঙ্ঘন করাটা একমাত্র তোজো হিটলার, মুসোলিনিদেরই শোভা পেত। এবার ওদের নামের সঙ্গে ট্রাম্পের নামও সমানভাবে উল্লেখ কর যেতে পারে বোধ করি। সেই না হয় সারা পৃথিবীর অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে মস্তানির ফলে কিছু বলতে পারল না। তা বলে নতুন নতুন নিষেজ্ঞা চাপিয়ে ইরানের অন্য বন্ধুদের ধমক দেওয়াটা কখনই সভ্য মানুষের ব্যবহার বলে মেনে নেওয়া যায় না। কথাটা বলার কারণ হল ভারতকেও বলা হয়েছিল ইরানের কাছ থেকে জ্বালানি আমদানি করেল ভারতকে ও নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হবে। সরাসরি ভারতের নিজেস্ব নীতিতে না গলানো ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা জানানো বোধকর ভুল হবে না। প্রতিবেশী পাকিস্তানের মরুভূমিতেক হুরার পাখি বলে এক প্রকার পাখি পাওয়া যায়। সৌদি আরবে একটা কথা প্রচলিত আছে যে এই পাখির মাংস খেলে যৌন উত্তেজনা বাড়ে। তাই পয়সাওয়ালা যৌনতাপ্রিয় সৌদি শেখগণ ওই পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে অহরহ পাকিস্তানের মরুভূমিতে আসে। বিরাট বিরাট তাঁবু খাটিয়ে মরুভূমির বুকে রাজকীয় বসবাসের বন্দোরস্ত করে পাখি শিকার শুরু করে । আমরা পাখি শিকার বলতে সাধারণভাবে ফাঁদ পাতা বা ওই ধরনের কিছু বুধি। এই শিকার কিন্তু ওইভাবে করা হয় না। এই শিকারি দলের সঙ্গে থাকে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া বাজপাখি। শিকার দেখলেই এরা একজোড়া উড়ে গিয়ে কোনও এক হুরারকে দু'পাশ দিয়ে আক্রমণ করে। তখন বেচারা হুরারের আর কিছু করার থাকে না। নিজের জীবনদান করেই এদের মুক্তি ঘটে। এই কথাগুলো বলার কারণ হল আমরা তথা আমাদের দেশটাও কি আমেরিকা ও রাশিয়া নামক দুটি বাজপাখির কবলে পড়তে চলেছে? শুধু তাই নয়, এই দুই দেশ কি সারা পৃথিবীটাকে বাঁদরের রুটি ভাগ করার মতো করে নিতে চাইছে? অন্যান্য বিশ্ব নেতৃত্ব সেই বিষয়ে খেয়াল রাখালে পৃথিবীর মঙ্গল।

আমেরিকা কথা লিখতে গিয়ে বহু কথাই লেখা হল। এবার আবার আমেরিকাকে নিয়ে লিখেই এই প্রবন্ধের সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাব। প্রথমেই বলতে হবে, যে দেশ বিনা কারণে কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি হেলায় বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে পারে। নিজের স্বার্থের জন্য মহা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারে, বন্ধু দেশকে বিনা কারণে হুমকি দিতে পারে, সেই দেশ বন্ধু হিসেবে কতটা নির্ভরযোগ্য হতে পারে? বর্তমানে আমেরিকা আমাদের বলছে স্ট্র্যাটিজিক পার্টনার আমরা ও তাই বলে চলেছি। যদি সত্যিই তেমন হয়ে থাকে তাহলে আশঙ্কার সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে, আমরা এক বাজ পাখির শিকার পরিণত হয়ে পড়ছি না তো সবশেষে বলতে চাই, ভারত সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় যেমন ঠিক তেমনি সেটা ভিক্ষাবৃত্তি বা কারও দয়ার উপর নির্ভর করে যাতে না হয় সে বিষয়ে দেশের নেতৃবর্গ খেয়াল রাখুন। মনে রাখালো ভালো শান্তি বা সুসম্পর্ক কখনও এখতরফা হতে পারে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সমাজও সুখের হয় রমণীর গুণে

মন্দাক্রান্তা সেন

৫ আগস্ট। অশান্ত কাশ্মীর। অঙ্গরাজ্যের পরিচিতি থেকে কেন্দ্রশাসিত হওয়ার ঘোষণা হয়েছে। এর চারদিন আগে শ্রীনগরে তথ্য অধিকর্তার পদে নিয়োগ করা হয় সৈয়দ শেহরিস আসগর-কে। ইনি একজন চিকিৎসক, একজন আইএএস অফিসার। এবং একজন নারী। তথ্য অধিকর্তা রূপে কাজে যোগ দেওয়ার পর এঁর দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা ও প্রকল্প বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা। কিন্তু কাশ্মীরের প্রেক্ষাপটে এই আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গেগ সঙ্গে তাঁর নিজেকেও বদলে ফেলতে হল। এই অশান্ত ভুখণ্ডের আর্ত মানুষজনকে তিনি তাঁদের দূর -দূরান্তের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কাশ্মীরের মানুষ, যাঁরা নিজেদের পরিবার থেকে সম্পূর্ণত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, আসগর হয়ে ওঠেন তাঁদের অবলম্বন। তিনি নিজে একজন চিকিৎসক, কাশ্মীরের কাতর মানুষের অসুস্থতার খবর পেলেই তাঁদের চিকিৎসকের সঙ্গে যোগোযোগ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন।

সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-অভিযোগের প্রতিকার করাই তাঁর চাকরির দায়িত্ব ছিল, তিনি সেই দায়িত্বকেই সম্প্রসারিত করলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন আর্ত মানুষের সাহায্যে। অন্যের পাশে দাঁড়াতে হলে প্রথমে নিজেকে কীভাবে ছাপিয়ে যেতে হয়, তার প্রকৃত উদাহরণ এই মানুষটি। তিনি বলেছেন, চিকিৎসক হতে গেলে সংবদেনশীলতার পাশাপাশি শক্ত মানসিকতার পরিচয় দিতে হয়, নইলে রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায় না। কাশ্মীরের সাম্প্রতিমক অবস্থায় তেমনই দৃঢ়তা হয়তো প্রয়োজন।

এবার আরেকজনের কথায় আসা যাক। পি কে নিত্যা আইপিএস আধিকারিক। শ্রীনগরের নেহরু পার্কের সাব-ডিভিশনাল অফিসার। একজন নারী। শ্রীনগরের রাম মুনশি বাগ থেকে হরভন ডাগচি ভিলেজ—সমগ্র অঞ্চলের দায়িত্ব আছেন তিনি। এর মধ্যে ডাল লেকও পড়ে। অঞ্চলটি শ্রীনগরের অতীত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে নিত্যা-র দায়িত্বে আছে সেই বাড়িগুলিও, যেকানে কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভিডাইপিদের আটক রাখা হয়েছিল। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, কাজটা কত কঠিন। সেই কাজও দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে চলেছেন তিনি। পাশাপাশি চলছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজও। যেখানে অশান্তি লেগেই আছে, অনবরত পাথর ছোড়া চলছে, সেখানে শান্তিরক্ষায় তাঁকে কম লড়তে হচ্ছে না।

আমরা মনে করি, নারীর নিজের পায়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন। নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে? নিজেই নিজের কথা ভেবে? আমরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলতে চাই। যদিও এমনটা নয় যে নারী স

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

একীভূত টেকসই সমুদ্র অর্থনৈতিক বেষ্টনী গড়ে তুলুন : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইওরা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সমুদ্রের তলদেশের অনাবিস্কৃত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এই অঞ্চলে একটি অভিন্ন টেকসই সমুদ্র অর্থনৈতিক বেষ্টনী গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,সমুদ্র অর্থনীতিকে সামনে রেখে সমুদ্রে অব্যবহৃত ও এর তলদেশে অ-উন্মোচিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এই অঞ্চলে যার যার টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করার সুযোগ রয়েছে।সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার করে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তাসহ বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি,যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তৃতীয় আইওরা সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন'র (ব্লু ইকনমি মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে একথা বলেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভারত মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওরা) দুইদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, একীভূত টেকসই সমুদ্র অর্থনীতির সর্বোচ্চ সুফল পেতে অংশীজনদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কোন বিকল্প নেই।তিনি বলেন, আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই এ সম্মেলনেই যেন আমরা সম্মিলিতভাবে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৪ অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারি।শান্তি, নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়নের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, খেয়াল রাখতে হবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে যেন সমুদ্রের সুস্থ পরিবেশ বিঘিত না হয়। তাই আমাদের সমুদ্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি সমুদ্র চিন্তাও করতে হবে এবং সে লয সমন্বিত, লাভজনক ও সর্বোপরি সমুদ্র সংরণমূলক নীতি নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী কর্মকা- পরিচালনা করতে হবে, বলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আর তবেই ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৯ বিলিয়ন মানুষের জীবন ধারণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এই সমুদ্র অর্থনীতিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।সরকার প্রধান বলেন, আইওরা মেরিটাইম সুরা ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সহায়তা, মৎস্য ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, শিা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়তা, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সর্বোপরি সমুদ্র অর্থনীতির সহযোগিতার ত্রে প্রস্তুত করেছে। তথাপি, নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আমরা কিছুত্রে পিছিয়ে আছি।

তিনি বলেন, আপনারা ইতোমধ্যেই আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমতা বৃদ্ধি, সমুদ্র শাসন, সম্পদ উন্মোচন ও আহরণের টেকসই পদ্ধতি, নৌপরিবহন, পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনসহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, আইওরা সদস্যদের মধ্যে যে কর্মতৎপরতা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়েছে তা নিকট ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।২০১৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আইওরা লিডার্স সামিটে অংশগ্রহণের প্রসংগ টেনে তিনি বলেন,'সেখানে আমরা আইওরা'র নেতৃত্বে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে কাজ করার এবং সমুদ্রযান চলাচলের স্বাধীনতায় সম্মান দেখানোর অঙ্গীকার করেছিলাম।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আগামী ১লা অক্টোবর দু'বছরের জন্য আইওরা'র সহ-সভাপতি এবং ১লা অক্টোবর ২০২১ পরবর্তী দু'বছরের জন্য সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।এই গুরুদায়িত্ব পালনে তিনি সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বলেন, 'সমুদ্র অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নের অভীষ্ট লয পৌঁছাতে এবং সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম 'সমুদ্র অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ, সমুদ্র সীমানায় বিভিন্ন কর্মকা- পরিচালনা ও সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য 'দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট, ১৯৭৪' প্রণয়ন করেন।তিনি বলেন, এই আইনটি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষণার আট বছর পূর্বেই বাংলাদেশে কার্যকর করা হয়। যখন আন্তর্জাতিক পরিম-লে এ সম্পর্কে ততটা ধারণাই ছিল না।

সরকার প্রধান বলেন, সমুদ্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা শিল্পগুলো যেমন- পণ্য পরিবহন, মৎস্য শিল্প, জন্ধালানি ও খনিজ সম্পদ, নবায়নযোগ্য জন্ধালানি, সমুদ্র বন্দর, পর্যটন, মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস, মেরিন বায়োটেকনোলজি ইত্যাদি বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অবদান রাখছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ ও তেল পরিবহণের ৬০ শতাংশ এই সাগর-মহাসাগর দিয়েই হচ্ছে। বিগত ১৫ বছরে সমুদ্র বাণিজ্যের পরিমাণ ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ সংরণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদি কর্মপন্থা প্রণয়ন করেছে।

তিনি বলেন, আমরা বছরের ৬ মাস মা ইলিশ ও মাছের পোনা আহরণ এবং সমুদ্রের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বছরে ৬৫ দিন সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি। অতিরিক্ত মৎস্য আহরণের ওপরে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ আমাদের জন্য বিশেষ সুফল বয়ে এনেছে।বাংলাদেশ ২০১৮ সালে প্রথমবারের মত মৎস্য উৎপাদনে নিজস্ব সমতা অর্জন করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।তাঁর সরকার 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,আমরা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০ নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপ্রিয় হলেও সত্যি যে মনুষ্য-সৃষ্ট নানা কারণে আমাদের সাগর আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। মাত্রাতিরিক্ত সম্পদ আহরণ, পরিবেশ দূষণ, তেল নিঃসরণ, প্লাস্টিক বর্জ্যের দূষণ, শব্দ দূষণ এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন এসবের অন্যতম কারণ।তিনি বলেন, এরফলে সাগর ও মহাসাগরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তাই নয়, বেশিরভাগ আইওরা সদস্যভুক্ত দেশগুলো সুনামি ও সাইকোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়।জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে এবং মানব জাতিকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকার প্রধান বলেন, সাগর ও মহাসাগর গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রায় ৩০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপের প্রায় ৯০ শতাংশই শোষণ করে থাকে। সমুদ্র বাস্তু ধ্বংস হলে মানবজাতির অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়বে উল্লেখ করে তিনি সকলে মিলে এই বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্রকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সকল প্রকার অপরাধমূলক কর্মকা- সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে।তিনি বলেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, মহাসাগর ও তার বিপুল সম্পদ সংরণে আমরা যত বেশি বিনিয়োগ করবো, যত বেশি পদপে নেবো তা সামগ্রিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনবে।সমুদ্রের জৈব সম্পদ সংরণে বাংলাদেশ সরকার মৎস্য আহরণের সকল প্রকার তিকারক পদ্ধতি ও উপায়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা সম্ত্রাসেরত্রে জিরো

ছয়ের পাতায়

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে টাস্কফোর্স গঠন করা হবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ও দুর্ঘটনা কমাতে টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালকে প্রধান করে গঠিত এই টাস্কফোর্স আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু করবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপরে (বিআরটিএ) কার্যালয়ে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা শেষে সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভাপতি এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেন, 'সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও দুর্ঘটনা কমাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই টাস্কফোর্সে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছাড়াও মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি থাকবেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই টাস্কফোর্স কাজ শুরু করবে।'ওবায়দুল কাদের বলেন,টাস্কফোর্সে সড়ক পরিবহন-মহাসড়ক বিভাগের সচিব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্থা রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে আমরা শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করেছি।বৈঠক শেষে জানানো হয়, পুলিশের আইজিপি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সচিব, ডিএমপি কমিশনার, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহীগণ, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী, বিআরটিএ ও বিআরটিসির চেয়ারম্যান, ডিটিসিএর নির্বাহী পরিচালক, পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি, পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধি, ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধি, প্রাইম মুভারস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি ও হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি টাস্কফোর্সের সদস্য হবেন।এছাড়াও গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক শামসুল হক, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, নিরাপদ সড়ক চাই-এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন ও ব্র্যাকের প্রতিনিধিকেও সদস্য রাখা হয়েছে।জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ১১১ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, শুধু উদ্যোগ নিলেই হবে না, বাস্তবায়ন করতে হবে। মহাসড়কে চালকের জন্য বিশ্রামাগার তৈরির প্রকল্প একনেকে পাস হয়েছে। এছাড়া বহুলপ্রতীত ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করতে এডিবি অর্থ দেবে।সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে আলাদা সার্ভিস লেন তৈরি করতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কসহ অন্য মহাসড়ক যেহেতু চারলেন নয়, তাই চারলেন করার সময় সার্ভিস লেনের পরিকল্পনা করেই তৈরি করা হবে।ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবো না, একথা ঠিক নয়। আমরা ইতোমধ্যে বহুত্রে শৃঙ্খলা ও আইন বাস্তবায়ন করেছি। তাই, আমরা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাবোই।

ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, রেলপথমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি একাব্বর হোসেন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি শাজাহান খান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান রাঙ্গা, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) জাবেদ পাটোয়ারী, সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক শামসুল হক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার (ডিএমপি) মো. আছাদুজ্জামান মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির সবার মতামতের ভিত্তিতে সড়ক পরিবহন আইন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এ ব্যাপারে সবাইকে জানানো হবে।

জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডাম্পিং স্টেশন নেই। গাড়ি জব্দ করে রাখারই জায়গা নেই।

এটা নির্মাণ করলে নিয়ম না মানা গাড়িকে জব্দ করা গেলে বিশৃঙ্খলা কমে আসবে। ঢাকা শহরে বিশাল বিশাল ভবন, অথচ পার্কিংয়ের জায়গা নেই। পার্কিং ছাড়া ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না।তিনি বলেন, ট্রাফিক আইন না মানার সংস্কৃতি পুলিশ দিয়ে কন্টোল সম্ভব নয়। আইন মানতে হবে। মানুষকে আইন মানতে সচেতন করতে হবে। তাহলেই সব সমস্যা সমাধান হবে।

দেশের মানুষের ওপর বিএনপির আস্থা নেই : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন,বিএনপি নেতারা বারবার নালিশ করতে বিদেশিদের কাছে যাওয়ার কারণে প্রমাণ হয়েছে বিএনপির জনগণের ওপর আস্থা নেই।

তিনি বৃহস্পতিবার তার মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেন 'বিএনপি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সর্বদা বিদেশিদের কাছে নালিশ দিয়ে আসছে। তাই অনেকেই তাদের বাংলাদেশ নালিশ পার্টি বলে ডাকে।'

মন্ত্রী বলেন, যে রাজনৈতিক দলের দেশের মানুষের ওপর আস্থা নাই তারাই কেবল বিদেশিদের দ্বারে দ্বারে যেতে পারে। এজন্যই বিএনপি সর্বদা বিদেশিদের দ্বারে যায়। এটি বিএনপির জন্য লজ্জাজনক।ড় হাছান এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আগামী অক্টোবর থেকে আন্দোলন শুরুর সমালোচনা করে বলেন, দেশের মানুষ জানে না কোন বছরের অক্টোবর থেকে বিএনপি আন্দোলন শুরু করবে।তিনি বলেন, বিএনপি গত সাড়ে ১০ বছরে কোন আন্দোলন করতে পারেনি, তারা সব সময় ঘোষণা দেয় ঈদের পর, রোজার পর বা স্কুলের বার্ষিক পরীার পর তারা আন্দোলনে নামবে।

এ সময় মির্জা ফখরুলকে একজন ব্যর্থ নেতা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আন্দোলনের ডাক দেয়া নেতৃবৃন্দের ওপর বিএনপির কর্মীদের আস্থা নেই। এ সময় তিনি প্রশ্ন করে বলেন, 'যে নেতৃবৃন্দ উচ্চ আদালতে হিজাব পড়ে যায়, সে নেতৃবৃন্দের ওপর কর্মীরা কিভাবে আস্থা রাখবে?'

দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে বিএনপির অভিযোগ বিষয়ে এক প্রশ্নে জাবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি বারবার ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ তুলছে, কিন্তু সত্য হলো দেশের ব্যাংক খাতে ঋণ খেলাপী শুরু হয়েছিল জিয়াউর রহমানের আমলে।বর্তমান সরকারের গত সাড়ে দশ বছরে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে উল্লেখ করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, দেশের অর্থনীতির পরিধি

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গা ইস্যুতে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। সফররত অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেরিজ পেইন বলেছেন, তার দেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি জোড়ালো সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

মেরিজ পেইন বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাাতে এ আশ্বাস দেন।ঢাকায় শুরু হওয়া ৩য় আইওরা সমুদ্র অর্থনীতি (ব্লু ইকোনমি) বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন।বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্বৃতি দিয়ে প্রেস সচিব জানান 'আমরা চাই জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকরা তাদের নিজ দেশে ফিরে যাক।'

মেরিজ পেইন প্রায় ১১ লাখ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভুয়সী প্রশংসা করেন।অস্ট্রেলিয়া মানবিক দিক বিবেচনায় আগামীতে আরো সহযোগিতা করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন,'আমরা এই ইস্যুটির সংস্পর্শে থাকতে চাই।'

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে এসব জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেস সচিব জানান শেখ হাসিনা বলেছেন , 'আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে সংলাপ করেছি এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছি কিন্তু চুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি।'প্রধানমন্ত্রী বলেন,'রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক এবং তাদেরকে অবশ্যই নিজভ'মে ফিরিয়ে নিতে হবে।'তিনি আরো বলেন,'এটা আমাদের জন্য একটি বড় বোঝা। ইতোমধ্যেই কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে প্রায় এক লাখ নতুন শিশু জন্মলাভ করেছে।'শেখ হাসিনা অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, তাঁর সরকার রোহিঙ্গাদের স্থানান্তরের জন্য একটি দ্বীপের উন্নয়ন সাধন করেছে।অস্ট্রেলীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর মতায়নের ভুয়সী প্রশংসা করেন।ক্রিকেট প্রসঙ্গে কথা হলে মেরিজ পেইন, যিনি কিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতই এই জনপ্রিয় খেলার একজন ভক্ত, তিনি বলেন, তাঁরা চান অস্ট্রেলীয় জাতীয় ক্রিকেট দল আগামী বছর বাংলাদেশ সফর করুক।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড়একে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো.নজিবুর রহমান,পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনার জুলিয়া নিবলেট এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ৩য় আইওরা সমুদ্র অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগদানে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের প্রধানগণ একই

ছয়ের পাতায়

রওশনকে পাল্টা চেয়ারম্যান ঘোষণা জাতীয় পার্টির একাংশের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার পদ নিয়ে দেবর-ভাবির টানাপড়েনের মধ্যে এরশাদপতী রওশনকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন তার অনুসারীরা।রওশনের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার তার বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, "রওশন এরশাদ পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাউন্সিল করে গণতান্ত্রিক উপায়ে স্থায়ী চেয়ারম্যান ঠিক করব।"এরশাদের ভাই জিএম কাদের জাতীয় পার্টির 'গঠনতন্ত্র ভেঙে' চেয়ারম্যান হয়েছেন অভিযোগ করে আনিসুল বলেন, "জি এম কাদেরকে কো-চেয়ারম্যানের সম্মান দেবেন রওশন এরশাদ।"দলে বিভাজনের বিষয়টি স্বীকার করে সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই সাবেক বিরোধী দলীয় নেতা রওশন বলেন, "পার্টি এখন উদ্বিগ্ন আছে। পার্টিতে কী হচ্ছে? জাপা অতীতেও ভাগ হয়েছে, এবারও কি সেটি হচ্ছে নাকি?"হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এত কষ্ট করে পার্টি গড়ে তুলেছেন, এখন সেই পার্টিটা ভালেভাবে চলুক, মান অভিমান ভুলে যারা চলে গেছে, তারা ফিরে আসুক। আমি চাই পার্টির সবাই মিলেমিশে জনগণের সেবা করব।"অবশ্য রওশনের সঙ্গে মহাসচিব পদে মসিউর রহমান রাঙ্গাঁই থাকছেন বলে জানান আনিসুল। তবে রওশনের বাসায় এই সংবাদ সম্মেলনে রাঙ্গাঁ উপস্থিত ছিলেন না।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ছাড়াও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপু, মজিবুল হক চুন্নু, ফখরুল ইমাম, মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা, এসএম ফয়সল চিশতী, মীর আবদুস সবুর আসুদ, খালেদ আখতার, শফিকুল ইসলাম সেন্টু, ভাইস চেয়ারম্যান লিয়াকত হোসেন খোকা ও নাসিম ওসমান উপস্থিত ছিলেন সংবাদ সম্মেলনে।

রওশনকে চেয়ারম্যান ঘোষণার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জিএম কাদের তাৎণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "সেখানে কে কী বলেছে, সেটা আমি আগে দেখব, জানব, তারপর বলব। প্রেস কনফারেন্স করব। তবে এভাবে চেয়ারম্যানের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার তাদের নাই।"এরশাদ জীবিত থাকাকালেই জাতীয় পার্টির পদ বণ্টন ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত নিয়ে জি এম কাদেরের সঙ্গে রওশনের দ্বন্দ্ব ছিল প্রকাশ্য। তবে, সে বিরোধ সামাল দিয়ে আসছিলেন এরশাদ।অসুস্থ থাকা অবস্থায় এরশাদ গত এপ্রিলে তার ভাই জিএম কাদেরকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করেন। এরপর থেকে রওশন ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে দলীয় কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছিল না।গত ১৪ জুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ।তার চার দিনের মাথায় এক সংবাদ সম্মেলনে পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের নাম ঘোষণা করা হয়। এরশাদের স্ত্রী রওশন ওই সংবাদ সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন না।১৮ জুলাই ওই সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ বলেন, জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের ২০/১ (ক) ধারা অনুযায়ী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ মৃত্যুর আগে বলে গেছেন, তার অবর্তমানে জি এম কাদের দলের চেয়ারম্যান হবেন।"আজ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জি এম কাদেরই আজ থেকে দলের চেয়ারম্যান হবেন।"এর পর থেকে ভাবি রওশনের সঙ্গে কাদেরের দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা পায়। রওশন অভিযোগ করেন, জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করার আগে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে জি এম কাদের বলেছিলেন, দলে কোনো সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করবেন তারা।চেয়ারম্যান পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে মঙ্গলবার জি এম কাদেরকে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা ঘোষণার জন্য স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর কাছে চিঠি পাঠান হয় জাতীয় পার্টির নামে।এর পাল্টায় বুধবার স্পিকারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে রওশন বলেন, দলীয় ফোরামে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই জি এম কাদের নিজেকে বিরোধীদলীয় নেতা ঘোষণা করতে বলেছেন।এর জবাবে জি এম কাদের বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, দলের চেয়ারম্যান হিসেবে তার ভাই এরশাদ 'যেভাবে' সিদ্ধান্ত নিতেন, তিনিও 'সেভাবেই' নিয়েছেন।

রওশনপন্থিদের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি জি এম কাদেরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। জাতীয় পার্টির একাংশ রওশন এরশাদকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করায় 'গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার' হুমকি দিয়েছেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর দলের নেতৃত্ব পাওয়া জিএম কাদের।তিনি বলেছেন, দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। দলের প্রেসিডিয়ামও তাতে সমর্থন দিয়েছে।

ঢাকার বনানীতে বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন এরশাদের ভাই কাদের।এরশাদপতী রওশনকে 'মায়ের মত' সম্মান করেন মন্তব্য করে কাদের বলেন, সেই সম্মান রওশন রাখবেন বলেই তিনি আশা করছেন।এর ঘণ্টাখানেক আগেই রওশনের উপস্থিতিতে তার বাসভবনে একটি সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় পার্টির আরেক অংশ।

দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সেখানে বলেন,রওশন এরশাদ পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে কাউন্সিল করে গণতান্ত্রিক উপায়ে স্থায়ী চেয়ারম্যান ঠিক করব।এরশাদের ভাই জিএম কাদের জাতীয় পার্টির 'গঠনতন্ত্র ভেঙে' চেয়ারম্যান হয়েছেন অভিযোগ করে আনিসুল বলেন,জি এম কাদেরকে কো-চেয়ারম্যানের সম্মান দেবেন রওশন এরশাদ।আর রওশন দলে বিভাজনের বিষয়টি স্বীকার করে সংবাদ স

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

নিজেকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ধ্যান

এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারলে যে-কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারা যায়। ধ্যান হল মনের ব্যায়াম। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীয়করণের নামই ধ্যান। নীরবে বসে সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুশীলন করলে ধ্যানের মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে, সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মনের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি সৃষ্টি হয়। প্রশান্তি ও সুখানুভূতি বাড়ানোর পাশাপাশি অন্তর জাগরণ ঘটে।মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সুস্থ থাকতে, উন্নতি করতে, জীবন উপভোগ করতে, সুখী হতে ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। ধ্যান এমন একটি ব্যায়াম যার প্রতি পদে পদে শুধু উপকার আর উপকারই আছে। ধ্যান নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখায়। নিজের ভিতরটা বদলালে পৃথিবী বদলে যাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়। সুখ-শান্তি অন্য কোথাও না নিজের ভিতরেই বাস করে।আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের খুব সচেতন কিছু নারী ধ্যান বা মেডিটেশন করেন। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মেডিটেশন বা ধ্যান মস্তিষ্কের জন্য খুব উপকারী। আমাদের মস্তিস্ক সব সময় কাজ করতে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো কাজ করে। মস্তিষ্ক সারা শরীরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থাত বিরামহীন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আমাদের ঘুমানোর সময়, চোখ বন্ধ করে রাখার সময় বা ধ্যান করার সময় মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়। এই বিশ্রামের ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তখন সারা শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হয়ে ওঠে আরও বেশি শক্তিশালী।ধ্যান বা মেডিটেশনের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে। ফলে চোখ, কপাল, ঘাড়, মাথা, চোখের চারপাশের স্নায়ু ও মাংসপেশির বিশ্রাম হয়। ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষেরও বিশ্রাম হয়। তখন মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথাও কমে। মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। এতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও পুষ্টি হয়। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। পরিণামে কমে যায় স্ট্রেস হরমোন বা

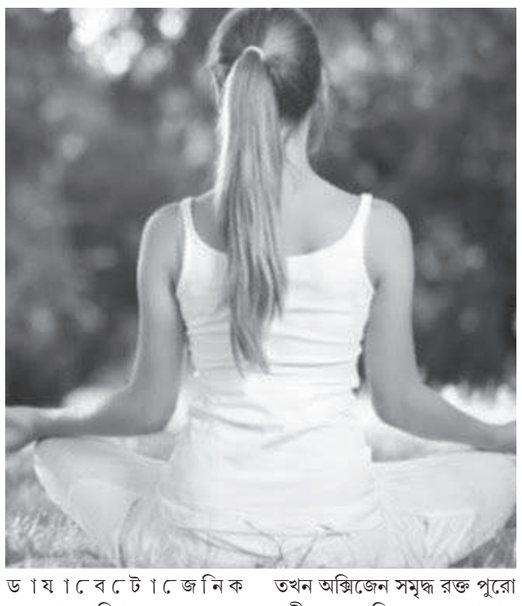

ডায়াবেটোজেনিক হরমোন।পরিণত বয়সের সব নারী-পুরুষের জন্য মেডিটেশন খুব জরুরি। আমাদের উচিত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিজেদের ধ্যান করা, আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশী পরিচিতদের এতে উতসাহিত করা।মস্তিষ্কের বিশ্রাম হলে এতে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়। চোখের স্নায়ুগুলোর বিশ্রাম হয়। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার সময় চোখের মাংসপেশিরও বিশ্রাম হয়। নিয়মিত মেডিটেশন করলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।ধ্যান মানুষকে তার মন ও চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, বাড়িয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস।

চুল সিল্কি করতে গাজরের চমতকার উপকারিতা!

বিনোদন ডেস্ক : গাজর যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর।সালাদেই খান বা হালুয়ায়।গাজর খেলে স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে, তেমনই চুলও উজ্জ্বল হয়। আবার গাজরের মাস্ক, গাজর তেল মাখলেও চুলের সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়।গাজরের উপকারিতা-গাজরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, কে, সি, বি৬, বি১, বি২, ফাইবার, পটাশিয়াম, ফসফরাস রয়েছে। যা স্বাস্থ্য, চুল ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে এবং গাজর খেলে বয়সের ছাপ দেরিতে পড়ে।আরও দিক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-*গাজরের মাস্ক চুল সিল্কি করে, মসৃণতা আনে।*ময়লা আবহাওয়া থেকে চুলকে রক্ষা করে।*রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে উজ্জ্বলতা বাড়ায়*চুলের গোড়া শক্ত করে*চুল বাড়াতে সাহায্য করে*চুল ভেঙে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে গাজর। গাজরের তেল- সপ্তাহে এক দিন শ্যাম্পু করার আগে এই তেল মাথায় মাসাজ করুন।বাড়িতেই বানাতে পারেন গাজরের তেল। গাজর ভাল করে কুরিয়ে নিন। কোরানো গাজর একটা জারে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল বা তিলের তেল মিশিয়ে রেখে দিন এক সপ্তাহ। কমলা রঙ ধরলে বুঝবেন গাজর তেল ব্যবহারের জন্য তৈরি।গাজরের মাস্ক- একটা গাজর ও একটা কলা নিন। খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নিন। এর সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে বেটে নিয়ে দই মিশিয়ে নিন। এই মাস্ক চুলে লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক লাগালে চুলের গোড়া ভাঙবে না, চুলের বৃদ্ধি ভাল হবে, সিল্কি হবে।গাজর ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।টুকরো গাজরের সাথে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, এসেনশিয়াল অয়েল ও মধু মিশিয়ে নিন।এই মিশ্রণ দু''তিন মিনিট গরম করুন।পরে নামিয়ে দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত এই মিশ্রণ ভালভাবে লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। চুল বাড়াতে, সিল্কি করতে সাহায্য করবে। সপ্তাহে একদিন করবেন।বাজারে ক্যারট সিড অয়েল কিনতে ও পাওয়া যায়। নারকেল তেলের সঙ্গে এই তেল দু''তিন ফোঁটা মিশিয়ে নিন। মাথায় মালিশ করে এক ঘণ্টা পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

বিষন্নতার ঝুঁকি বাড়ায় পাঁচগুণ বেশি

যেসব কিশোর কিশোরী ১৫ বছর বয়সের মধ্যে ভীষরভাবে পথ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের বিষন্নতা রোগ হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেশি থাকে বলে দাবি করেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা।

তারা আরও দাবি করেন, নিজের শরীরের ক্ষতি করার কারণে ১৮ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি প্রায় পাঁচগুণ।

সম্প্রতি মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড গবেষক ড. লুসি বোস। তিনি বলেন, গথই বিষন্নতার একমাত্র কারণ এটা আমরা বলছি না। গবে গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যদের তুলনায় গথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা তুলনামূলক বেশি বিষন্নতায় ভোগে এবং নিজের শরীরের ক্ষতি করে।

অতীতের একটি গবেষণায় দেখা গেছে সমসাময়িক পথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের শরীরে ক্ষতি করে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বা বন্ধুদের প্রভাবেও তারা এমন কাজ করে থাকে।

গবেষণায় অভিভাবক এবং শিশুদের উপর করা দ্য ইউকে অ্যাভন লঙ্গিচুডিনাল এর তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ১৫ বছরের মধ্যে যেসব কিশোর কিশোরী গথ উপ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে নিজের শরীরের ক্ষতি করে তাদের ক্ষেত্রে যৌবনের শুরুতে বিষন্নতা রোগ দেখা দেওয়ার ঝুঁক সবচেয়ে বেশি থাকে।

প্রায় ৩ হাজার ৬শ ৯৪ জন কিশোর কিশোরীদের ওই গবেসণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী এদের প্রত্যেকের ভেতরেই বিষন্নতার লক্ষণ পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে গবেষকরা মনে করেছেন, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতিতে ঝুঁকে নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে, ভবিষ্যতে তারা বিষন্নতায় ভুগবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, আচরণ, মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি পর্যবেক্ষণীয় গবেষণা হওয়ায় চূড়ান্ত করেকোনো কারণও প্রভাব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যোগ করেন গবেষকরা।

তাদের মতে , এ গবেষণা গথ সংস্কৃতির যারা বিষন্নতায় ভুগছেন, তাদের সহায়তা করতে সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

গবেষণা সহযোগী যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টলের গবেষক ড. রেবেকা পেয়ারসন বলেন, যেসব কিশোর- কিশোরীরা বিষন্ন বা নিজেদের ক্ষতি করার প্রবণতা রয়েছে তারা গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃস্ট হতে পারেন।

ভিন্নভাবেও বলাযেতে পারে, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট তাদের আচরণে বিচ্ছিন্ন ও আঁতলামিভাব বেশি প্রকাশ পায়।

ইংরেজি মুভিতে মাঝে মাঝেই আমরা দেখি কেউ কেউ চুল কালো করে, কালো নেলপলিশ আর কালো লিপ্সটিক দিয়েছে। তাঁর পরনের পোশাকটিও পুরো কালো।

ভ্যাম্পায়ার ভেবে ভুল করবেন না যেন, এরা বেশিরভাগ গথ কালচারের অনুসারী। উঠতি বয়েসি টিনেজারদের ভেতর এটা বেশি দেখা যায়।

গথ সংস্কৃতি

হিপ্পির মতন গথও একটা সাবকালচার। কালো, আঁধার, শীতল- এই তিনটা শব্দ বোধকরি এদের বর্ণনার জন্যে সবচেয়ে নিখুঁত।

গত আসলে আমরা যাকে বলতাম 'পাঙ্ক' বা 'রক বয়েজ' তার বর্তমান রূপ। আশির দশকে ইংল্যান্ডেই এর সূচনা। রক গান, ডেথ রক, পোস্ট পাঙ্ক, হেভি মেটাল ইত্যাদি গানের কট্টর ফ্যানরা সাধারণত এ কালচার অনুসরণ করতে পছন্দ করেন।

পিটি উষা প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: মাত্র তিন দিনের মধ্যে সলমান এবং ক্যাটরিনা অভিনীত ''ভারত'' ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে। ছবিটির সাফল্য উপভোগ করছেন ছবির কলাকুশলীরা। প্রথম দিনেই ছবিটি ৪২.৩০ কোটির ব্যবসা করে ফেলে। এরপর দুদিনের মধ্যে তা ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে ফেলে। ফের একবার প্রথমসারির অভিনেত্রীদের তালিকায় ফিরে এসেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, পিটি উষার বায়োপিকে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অভিনেত্রীকে। যদিও সেই বিষয়ে ক্যাটরিনা কোনও মন্তব্য করেননি। তবে এবার পিটি উষার বায়োপিক নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের ''বার্বি গার্ল''।তিনি বলেন, ''ছবি সই করার আগে আমি এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইনা। আমি নিশ্চয়ই করব, যদি ছবির কাহিনী ঠিক থাকে আমার জন্য।'' তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে রোহিত শেট্টির পরিচালিত ''সূর্যবংশী'' ছবিতে। অক্ষয়ের বিপরীতে তাঁকে দেখা যেতে চলেছে।জানা গিয়েছে, ষষ্ঠবার অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। ''নমাস্তে লন্ডন'' দিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে প্রথম যাত্রা শুরু করেন। ছবিটি বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর ''দে দানা দান'', ''ওয়েলকাম'', ''হামকো দিওয়ানা কার গায়ে'', ''তিস মার খান'' এবং ''সিং ইজ কিং'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল ক্যাট-অক্ষয়ের জুটিকে।

অক্ষয়ের মতো কিছুটা হলেও সফল হতে পারলে সিনেমা থেকে বিরতি নিয়ে নেব:তাপসী পান্নু

মহানগর ওয়েবডেস্ক: দক্ষিণী থেকে বলিউডে এসেছিলেন নিজের মাটি শক্ত করতে। মাটি শক্ত করেছেন বটেই পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিট ছবি দিয়েছেন তাপসী পান্নু। ''চাশমে বাদ্দুর'' ছবি দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেন তাপসী। ডেভিড ধাওয়ানের ছবি দিয়ে তিনি বলিপাড়ায় ডেবিউ করেছেন। এরপর ''বেবি'', ''নাম হে শাবানা'', ''জুড়বা ২'', ''বাদলা'', ''পিঙ্ক''-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে বেশিরভাগ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী। অক্ষয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাপসী। অভিনেতার কাজকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।এক সাক্ষাতকারে তাপসী জানান, আমার সঙ্গে অক্ষয়ের বেশ ভালোই কথাবার্তা হয়। এই বছরে আমার চারটে ছবি মুক্তি পাবে। তবে মনে করি, যদি আমি অক্ষয়ের মতো কাজ করতে পারি অর্থাত আজ অক্ষয় যে স্থানে রয়েছে সেই স্থানে যেতে পারি তাহলে এরপর আমি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নেব। তিনি একসঙ্গে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। এই বছরই মুক্তি পেয়েছে ''বাদলা'' ছবিটি। ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং তাপসী পান্নুকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে।পাশাপাশি অনুরাগ কাশ্যপের ছবিতেও দেখা যাবে তাপসীকে। ছবিটি ২০১৯-এ মুক্তি পাবে।তাছাড়াও ''মিশন ''মঙ্গল'' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে অক্ষয়ের সঙ্গে। এই ছবিতে কাজ করছেন বিদ্যা বালন, সোনাক্ষী সিনহা, শারমান জোশি, কৃতি কুলহারি এবং নিত্যা মেনন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ১৫ আগস্ট কিন্তু ১৫-র বদলে ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ৯ আগস্ট।

জেনে নিন লাল খাবারের স্বাস্থ্যগুণ

যে কোনও রঙিন খাবারে পুষ্টিগুন অনেক বেশি থাকে। তা সে রঙিন ফলই হোক বা সবজি। আর বিশেষ বিশেষ রংয়ের খাবারে থাকে বিশেষ বিশেষ উপাদান। এদের মধ্যে লাল রংয়ের খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, উপকারী ফ্যাট এবং প্রোটিনে ভরপুর। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: লাল রংয়ের খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও আন্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ, যার রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহনাশক ক্ষমতা। এটি রক্ত বহন ও সংযোগস্থল সুরক্ষায় সাহায্য করে। এছাড়াও লাল খাবারে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ''লাইকোপেইন'' যা ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে পরিচিত। পটাসিয়াম: হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে লাল খাবার বেশ উপকারী। কারণ এই ধরনের খাবার পটাশিয়ামে পূর্ণ থাকে। ফ্লাভোনয়েডস: শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টয়ের প্রভাব বাড়াতে ফ্লাভোনয়েডস'' সাহায্য করে। লাল খাবারে ''কুয়ার্সিটিন'' নামক ফ্লাভোনয়েড পাওয়া যায়। এটি অ্যালার্জি এবং অ্যাজমার সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। ভিটামিনের উতস: লাল রংয়ের খাবার ভিটামিন ''এ'' এবং ''সি''তে ভরপুর, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, হৃদরোগ এমনকি আর্থাইটিস রোগের ঝুঁকি কমায়। এই সকল ভিটামিন স্বাস্থ্যকর ত্বক, চুল এবং নখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইট শরীরের অত্যাবশ্যকীয় কাজ করার জন্য দেহ কোষকে সক্রিয় থাকতে হয়। আর এই কোষকে সক্রিয় রাখতে ইলেক্ট্রোলাইট গুরুত্বপুর্ণ। লাল খাবার পটাশিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামে ভালো উতস। এসব উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। লাল খাবারগুলো: চেরি, লাল-আপেল, টমেটো, কাঁচাপেঁয়াজ, স্ট্রবেরি, পাম, লাল-লঙ্কা, ডালিম,লাল-ক্যাপ্সিকাম, লাল-মটরশুঁটি, তরমুজ এবং লাল-বাঁধাকপি খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে দেহে উপরের উপাদানগুলোর অভাব পূর্ণ হবে।

রাগ নয়, যুক্তিতেই লক্ষ্যভেদ

রাগ মানুষের আবেগের অন্যতম এক স্বতস্ফূর্ত উপাদান। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এই অনুভূতিটি সবল। তবে অনেক সময় রাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। যা ব্যক্তির জীবন ও বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকারক।

রাগ কী

রাগ এক প্রকার আবেগীয় বহিঃ প্রকাশ যা ব্যক্তির মনের অসহনীয় অবস্থা বা বিরক্তিবোধ থেকে উৎপত্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন কোনো ব্যক্তি রেগে যান তখন তার দেহে অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসৃত হয়। একইসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।

রাগ ও ক্ষোভ এক নয়

রাগ ও ক্ষোভ দু'টো এক নয়। তৎক্ষণাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সাময়িক বহিঃ প্রকাশ হলো রাগ। এর সময়কাল স্বল্পকালীন।

লিভারে বিষ জমার ফলে কি কি শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়

লিভারের কাজ শরীরে জমে থাকা টক্সিক বা বিষক্রিয়া জমলে তা শরীর থেকে বের করে শরীরের কার্যকারিতা ঠিক রাখা। কিন্তু সেই লিভার যখন ঠিকমত কাজ করে না তখন শরীরে বিষ জমে নানা রোগের উতপাত শুরু হয়। লিভারে যদি বিষ জমে থাকে তাহলে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। জেনে নেয়া যাক লিভারে বিষ জমলে শারীরিক কোন উপসর্গ দেখা দেয়।শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হলে বুঝতে হবে লিভার ঠিক মতো কাজ করছে না। যেহেতু লিভার শরীরের অন্যতম বড় একটি অঙ্গ এ কারণে অতিরিক্ত গরম হলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন ঘামের মাধ্যমে শরীর ঠাণ্ডা হয়।লিভারের কার্যকারিতা ঠিক না থাকলে অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগে। তখন মাথা ঘোরানো, দুর্বল লাগা এসব উপসর্গ বেড়ে যায়।লিভারে টক্সিক জমা হলে ত্বকে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত যতক্ষণ না ত্বকে কোনও ধরনের ফুসকুড়ি দেখা দেয় তার আগ পর্যন্ত ত্বকের সমস্যা হলে কেউ লক্ষ্য করেন না। ত্বকের সমস্যা বেড়ে গেলে বুঝতে হবে লিভারে কোনও ধরনের সমস্যা হয়েছে। যদি ব্রাশ করার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে বুঝতে হবে লিভারে বিষ জমা হয়েছে।যদি পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে নারীদের হরমোনের ভারসাম্যজনিত সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে লিভার ভাল ভাবে কাজ করতে পারছে না। হরমোনের সমস্যা হলে সাধারণত ঘন ঘন মুড পরিবর্তন হয়, ওজন ওঠা-নামা করে এবং মানসিক চাপ বেড়ে যায়। লিভারে টক্সিক জমা হলে মুখে দুর্গন্ধ হয়।

কালো টমেটোর বিস্ময়কর ক্ষমতা!

বাদামি, কমলা, সবুজ, লাল, সাদা টমেটোর ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু বিরল প্রজাতির কালো টমেটো সম্পর্কে কে কতটুকু জানেন? জানবেন কোত্থেকে, এর আগে তো কালো টমেটো চোখেই দেখেননি। দেখবেন বলে হয়তো আশাও করেননি। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো সফলভাবে চাষ হয়েছে কালো টমেটোর। ভাল উতপাদনও হয়েছে। আর এই টমেটোর রয়েছে বিস্ময়কর ক্ষমতা। ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ প্রতিরোধে এই কালো টমেটো অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।উজ্জ্বল কালো রঙের এই টমেটোতে রয়েছে এন্থোসেনিন নামক এন্টিঅক্সিডেন্ট যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আশা করা হচ্ছে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার এবং স্থুলতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই বিরল প্রজাতির টমেটো। ৬৬ বছর বয়সী রে ব্রাউন জানান, বাগান করার শখে তিনি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করেন। কালো রঙের এই টমেটো দেখে তিনি চমকে যান।রে জানান, তার বাগানে বাদামী এবং কমলা রঙের টমেটো গাছ রয়েছে। অনেকে কালো রঙের টমেটোর বিষয়টি অসম্ভব বলে মনে করে। আমার জানা মতে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এ ধরণের টমেটো জন্মেনি।রে আরো জানান, ''আমার বাগানে কালো টমেটোর তিনটি গাছ রয়েছে। প্রত্যেকটি গাছে ২০টি করে টমেটো ধরেছে। টমেটোগুলোতে সূর্যের আলো পড়লে অসাধারণ এক রং ধারণ করে। আলো প্রতিফলিত হতে থাকে।তিনি বলেন, টমেটোর উপরের অংশ কালো হলেও ভিতরের অংশ লাল। দেখতে কালো এই টমেটোর স্বাদ চমতকার। কয়েকবার এই টমেটো খেয়েছেন বলে জানান রে।

অ্যাকশান ভিত্তিক ছবির জন্য হৃত্বিক পেলেন ৪৮ কোটি টাকা?

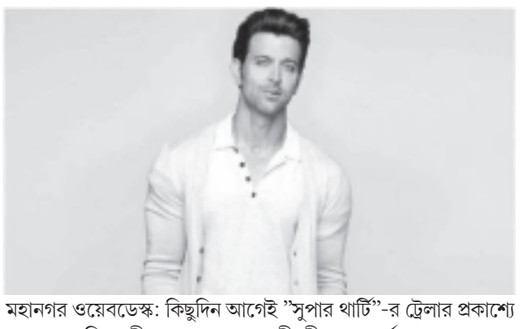

মহানগর ওয়েবডেস্ক: কিছুদিন আগেই ''সুপার থার্টি''-র ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। গণিতজ্ঞবীদ আনন্দ কুমারের জীবনীকে বড়পর্দায় তুলে ধরেছেন হৃত্বিক রোশন। ছবিতে তাঁর লুক নিয়েও চর্চা হচ্ছে বেশ। পাশাপাশি বলিউডের তারকারাও হৃত্বিকের অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। স্বয়ং আনন্দ কুমার তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে টুইটারে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, আমরা সপরিবারে বসে এই ট্রেলারটি দেখেছি। আমার পরিবারের চোখে জল চলে এসেছে। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে ''সুপার থার্টি''-র পাশপাশি অভিনেতাকে দেখা যাবে যশ রাজের পরবর্তী অ্যাকশনভিত্তিক ছবিতে। যেখানে হৃত্বিক ছাড়াও রয়েছেন টাইগার শ্রফ এবং বানি কাপুর। তবে শোনা যাচ্ছে, এই ছবির জন্য হৃত্বিককে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।সূত্রের খবর, অভিনেতাকে ইতিমধ্যেই ৪৮ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি অ্যাকশন ভিত্তিক হতে চলেছে। ছুটির দিনেই ছবি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধু হৃত্বিক নয়, এর আগে বহু অভিনেতাদের কয়েক কোটি টাকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। সলমান থেকে শাহরুখ এবং অক্ষয়, অন্যদিকে রণবীর কাপুরদেরও নাম এই তালিকায় রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রযোজকরা এই বিষয়ে কোনও আপত্তি জানাননি। তাঁদের বিশ্বাস হৃত্বিক এই কাজটি করতে পারবেন। কারণ অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি ভালো ব্যবসা করে।জানা গিয়েছে, এই ছবির জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ছবিটি বলিউডের অনান্য অ্যাকশন ছবিগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা। তবে এই প্রথমবার দর্শকেরা হৃত্বিক এবং টাইগারকে একসঙ্গে দেখতে চলেছেন। এক সাক্ষাতকারে

অঙ্ক ও ভাষা শেখাবে রোবট

রোবট দিয়ে সাধারণত সূক্ষ্ম বা ঝুঁকিপূর্ণ বেশি করানো হয়। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াস ও ওভোটরা এদিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। তারা এখন বাচ্চাদের স্কুলে অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেয়।

ক্লাস নেয়ারসময় একাধিকবার একই জিনিস আওড়াতে তাদের কোনো বিরক্তি নেই। তাই কেউ বারবার একই প্রশ্ন করলেও তাকে বিব্রত হতে হয় না। পাইলট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারটি রোবট ফিন্যালেন্ডর দক্ষিণাঞ্চলের ট্যাম্পার সিটির একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাষা শেখানোর মেশিনকে হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াসে পরিণত করে চালানো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার ক্লাস।

এক ফুট উচ্চতার এ রোবটটি চালানো হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। রোববটি ২৩ টি ভাষা বুঝতে

পারে।শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের একঘেয়েমি দূর করতে সে গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতেও পারে। এতে এমন একটি সফটওয়্যার আছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করে এবং শিখতে উৎসাহ দেয়। আপাতত রোবটটি শুধু ইংরেজি, ফিনিশ ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারছে। রোবটটি মানুষের দক্ষতাগুলো চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন সাজিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সম্পর্কেও রোবটটি শিক্ষকদের তথ্য দিতে পারে। অঙ্কের রোবটটির নাম ওভোট। এর উচ্চতা ১০ ইঞ্চি।

নীল রঙের প্যাচারমতো দেখতে এ রোবট তৈরি করেছে ফিনিশ এআই রোবটস। মোট তিনটি ও ভোট আগামী এক বছরের জন্য স্কুলটিতে অঙ্ক শেখাবে। অনেক শিক্ষকরাই রোবটটিকে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখার একটি পদ্দতি হিসেবে দেখছেন। রিকা কলুনসারকা নামে এক শিক্ষিকা বলেন, এলিয়াস, রোবটটি ক্লাসরুমে ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম। ক্লাসরুমে রোবটের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়।

মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও যুক্তরাষেট্রর স্কুলগুলোয়ও সম্প্রতি রোবটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তবে মানুষের চেয়ে দক্ষতা বেশি থাকলেও ক্লাসরুমের শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে। তাই আশা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে সামান্য পরিসরে রোবটের ব্যবহার শুরু হলেও শিক্ষকদের চাকরি নিরাপদই থাকবে।

বৃহস্পতিবার ১৪ বাধারঘাট কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী মিমি মজুমদার বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। ছবি- নিজস্ব।

বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে বুথ কমিটি গঠন নিয়ে কর্মশালা বিজেপির

বাঁকুড়া (হি. স) ৫ সেপ্টেম্বর - ২০২১ সালের রাজ্যের বিধানসভা আসন্ন।এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে এখন থেকেইম আসরে নেমে পড়লো বাঁকুড়া জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলার অধিকাংশ এলাকায় বুথ কমিটি গঠিত হয় নি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে জেলার ২ টি আসনেই জয়লাভের পর বিজেপির সংগঠন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলায় সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ। স্বাভাবিক কারণে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে এখন থেকেই বুথ কমিটি গঠন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে চাইছে।কিন্তু বুথ কমিটি কিভাবে তৈরী হবে, কাদের সান হবে সেখানে , কতজন কমিটিতে থাকবে সে বিষয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়ে হাঁটতে চাইছে বাঁকুড়া জেলা বিজেপি। দল সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, লোকসভা নির্বাচনের পর গ্রামে গঞ্জে অন্য দল থেকে বিজেপিতে এসেছেন প্রচুর মানুষ। তৃণমূলের মত যাকে তাকে কমিটিতে রাখতে চান না বিজেপি নেতারা। সে কারণে বুথ কমিটির সদস্য মনোনীত করার আগে যাচাই করে কমিটি গঠন করতে চান তারা। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলার ২৬ টি মন্ডলেই একটি করে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র বলেন, আমরা সমস্ত বুথ কমিটি গঠনের কাজ সেরে ফেলতে চাইছি এখনই। সে কারণে আমরা এদিন প্রতিটি মন্ডল একটি করে কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম। দলের পুরানো নেতৃত্ব এবং বিজেপির আদর্শে দীক্ষিত কর্মীরাই এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন। বাঁকুড়া লোকসভার আহ্বায়ক অজয় ঘটক বলেন, বিজেপি একটি শৃঙ্খলা পরায়ন জাতীয় দল। এখানে শৃঙ্খলা মেনে যারা দল করবেন তারাই কমিটিতে থাকার যোগ্য বিবেচিত হবেন। তিনি বলেন, আমাদের জেলায় দলের কলেবর ক্রমবর্ধমান। বুথ কমিটির ধরন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন বুথের নথিভুক্ত সদস্য অনুযায়ী কমিটিতে সংখ্যাধিক্য থাকবে।যে বুথে পঞ্চাশের নিচে সদস্য সংখ্যা সেখানে ১ জনকে বুথ সভাপতি করে ১২ জনের কমিটি করা হবে। যেখানে ৫০ থেকে ১৪৯ জন সদস্য সংখ্যা সেখানে সভাপতি ছাড়া কমিটিতে থাকবে ১৮ জন সদস্য। ১৫০ থেকে ২৯৯ জনের মধ্যে সদস্য রয়েছে যে বুথে সেখানে সভাপতি কে নিয়ে কমিটি হবে ২৫ জনের। ৩০০ বা তার বেশি সদস্য সংখ্যার বুথে কমিটিতে থাকবে সভাপতিসহ ৩১ জন। মহিলা কর্মীদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করার জন্য বুথ কমিটি গুলিতে যথাক্রমে ৪, ৬, ৮, ও ১০ জন মহিলাকে কমিটিতে রাখা হবে। পাশাপাশি ৫০ এর বেশি সদস্য যে বুথে থাকবে সেখানে যথাক্রমে ১ জন, ২ জন ও ৩ জন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হবে বলে জানান অজয় ঘটক-।

বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোট নিয়ে বিজেপির মামলা খারিজ করল হাইকোর্ট

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স): বনগাঁর আজকের আস্থা ভোটকে অবৈধ ঘোষণা করা নিয়ে বিজেপির আর্জি খারিজ করে দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি শেখর ববি শরাফের এজলাসে জরুরি ভিত্তিতে এই মামলাটি ওঠে।

বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোটে জয়ী তৃণমূল। আজ ১৪-০ ভোটে জেতে তৃণমূল। এদিনের ভোটাভুটিতে হাজিরই হননি বিজেপি কাউন্সিলররা।

বিজেপির অভিযোগ, আগে যাঁরা বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, সেই কাউন্সিলররাই আবার তৃণমূলে যোগদান করেছেন । তাই নতুন করে অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত বৈঠকের নোটিশ দেওয়া হোক ।তারপর অনাস্থা ভোট হোক । এই বিষয়টি তুলে ধরে বৃহস্পতিবার সকালেই হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর ববি শরফের এজলাসে মামলা দায়ের করে বিজেপি। বিকেল তিনটেয় হয় ওই মামলার শুনানি।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোট নিয়ে কম হইহট্টগোল হয়নি। পুরসভার বাইরে মারামারি থেকে হাইকোর্টে মামলা সবই হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দফতরে আস্থা ভোট ছিল। সেখানে হাজিরই হল না বিজেপি। ফলে ১৪-০ ব্যবধানে জিতে বনগাঁ পুরসভা দখলে রাখে তৃণমূল। গত ২৬ আগস্ট বনগাঁ মামলার রায়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন নতুন করে ১২ দিনের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হবে। নির্দেশ দেন ভোটের দিন কাউন্সিলরদের নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব থাকবে জেলার পুলিশ সুপারের ওপরে। সেই মত জেলা শাসকের দফতর থেকে প্রত্যেক কাউন্সিলরকে চিঠি পাঠানো হয়। নিরাপত্তারও বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দেওয়া সাত কাউন্সিলর আসেননি।

আজ শুনানি চলাকালীন বিচারপতি শেখর ববি শরাফ বিজেপিকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কেন জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি চান, তা প্রমাণ করুন। এই মামলার কেন দ্রুত শুনানির প্রয়োজন রয়েছে'? বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়, 'আজ বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোট। কিন্তু তা বৈধ নয়'। বিচারপতি আবারও প্রশ্ন করেন, 'আজ যে আস্থা ভোট হওয়ার কথা, তা আপনারা ৩০ তারিখই জানতে পেরে গিয়েছিলেন। তাহলে কেন ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। আগেই আদালতে আসতে পারতেন'।

বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়, 'আমরা গতকাল অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বরই নোটিস পেয়েছি স্পিড পোস্টে'। এরপরই বিজেপির তরফ থেকে আর্জি করা হয়, 'এই আস্থা ভোট অবৈধ। কারণ যাঁরা চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, তাঁরা আজ ফের তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাহলে এই ভোট কীভাবে বৈধ হয়' ?

বিচারপতি তখন বলেন, 'কারোর মন কীভাবে আপনি পরিবর্তন করতে পারেন। তার ওপর আইনের কোনও হাত নেই'। বিচারপতি বলেন, 'অনাস্থা বৈঠক একটি লিগাল ইস্যু। তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। সেটা এখন বন্ধ করি কীভাবে'? বিচারপতি বিজেপিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আপনাদের কথায় যে আর্জেন্সি রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না'। এই মামলাটি ফের রেগুলার বেঞ্চেই পাঠিয়ে দেন বিচারপতি শেখর ববি শরাফ।

২২ আসনের পুরসভায় এগিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস । ১৩ জন কাউন্সিলর রয়েছেন তৃণমূলের । তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছেন এক কংগ্রেস কাউন্সিলরও । আস্থা ভোটে আসেন নি একজন সিপিআইএম কাউন্সিলারও। এদিন আস্থা ভোটে বিজেপি কাউন্সিলররা উপস্থিত না হওয়ায় ১৪-০ ভোটেই জয়ী হয়ে যায় তৃণমূল।

ঝাড়্গাম জেলা পুলিশ লাইনে শাল গাছ লাগালেন পুলিশের আধিকারিকেরা

ঝাড়্গাম, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ঝাড়্গাম জেলা পুলিশ লাইনে শাল গাছ লাগালেন পুলিশের আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার ঝাড়্গাম শহরের কদমকানন এলাকায় জেলা পুলিশ লাইনে জেলা পুলিশ সুপার নিজে উপস্থিত থেকে চারশো চারাগাছ রোপন করা হয়। উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বাহাত্তর একর জায়গা জুড়ে ঝাড়গ্রামের পুলিশ লাইনের কাজ চলছে। এই কাজ করতে গিয়ে প্রায় দুশো গাছ কাটা পড়ে ছিল। কিন্তু যে পরিমান গাছ কাট পড়েছে তার থকে অনেক বেশি গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে বনদফতরের সহযোগিতায় সাত হাজার গাছ সেখানে লাগানো হয়ে গিয়েছে। গাছ গুলি কেবল লাগানই নয় তার যত্নও নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।গাছ গুলিকে ঘেরা টোপে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করা হয় বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।এছাড়া ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ উদ্যোগ নিচ্ছে আরো গাছ লাগানোর।লক্ষ মাত্র রাখা হয়েছে পাঁচ হাজার।এদিন চারশো শাল গাছ লাগানো হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরো দু হাজার মিশ্র গাছের চারা রোপন করা হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন " ইতিমধ্যে বনদফতরের সাহায্যে সাত হাজার গাছ লাগানো হয়েছে।আমারা আরো পাঁচ হাজার গাছ লাগাবো। এদিন চারশো শাল গাছ লাগানো হল।গাছ গুলি যাতে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে তার জন্য ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।যা গাছ কাটা পড়েছে তার থেকে অনেক বেশি গাছ লাগানো হয়েছে।আরো লাগানো হবে।" এদিনের এই কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন, এদিন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ মাহাতো, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) কুমার ভূষন সব বিভিন্ন আধিকারিকেরা।

করিমগঞ্জের সেপেনজুরি চা বাগান থেকে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার পচাগলা

বাজারিছড়া (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন সেপেনজুরি চা বাগানের ইন্দুরাইল সেকশনের এক জলাশয় থেকে অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কতিপয় ব্যক্তি ইন্দরাইলের জলাশয়ে জনৈক মহিলার দেহ ভাসছে দেখে খবর দেন স্থানীদের। মুখে মুখে খবর চাউর হয়ে গেলে ক্ষণিকের মধ্যে মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর যায় বাজারিছড়া থানায়। বিকেলের দিকে দলবল নিয়ে বাজারিছড়া পুলিশের প্রভেশনারি এসআই মানবজ্যোতি মালাকার আসেন। আসেন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট এল খিনতে। তারা প্রাথমিক তদন্ত করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

পুলিশ অফিসার মানবজ্যোতি মালাকার জানান, তাঁদের ধারণা মৃত মহিলাটির বয়স আনুমানিক ৩০-৩২ হবে। তিনি বিবাহিতা। তিনি আরও জানান, মহিলাকে স্থানীয়রা শনাক্ত করতে পারেননি, তাছাড়া এখানকার কেউ নিখোঁজ হয়েছেন বলেও খবর নেই। তাই তাঁরা মনে করছেন, মহিলাটি অন্য কোনও জায়গার বাসিন্দা। অন্যত্র খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ এখানে এনে ফেলেছে খুনি। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর ৭২ ঘণ্টা মর্গে রাখা হবে। এর মধ্যে যদি কেউ মৃতদেহের উপযুক্ত প্রমাণ দেন তা-হলে তার হাতে দেহটি দাবিদারের হাতে সমঝে দেওয়া হবে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর যথাযথভাবে তদন্ত শুরু করা হবে বলে জানান পুলিশ অফিসার মালাকার।

৬ সেপ্টেম্বর অসম বনধ-এর ডাক দেয়নি বজরং দল, স্পষ্টীকরণ মূল সংগঠনের, বিভ্রান্ত রাজ্য

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল শুক্রবার ৬ সেপ্টেম্বর আহূত ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-কে কেন্দ্র করে রাজ্যে বিভ্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে। 'বিদেশিযুক্ত ভেজাল এনআরসি' বাতিলের দাবিতে আগামীকাল ভোর ৫-টা থেকে বজরং দলের অসম শাখা ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-এর ডাক দিয়েছে বলে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের সত্যতা নাকচ করেছে মূল সংগঠন। বজরং দলের প্রদেশ স্তরের জনৈক পদাধিকারী জানিয়েছেন, তাঁদের সংগঠন এ ধরনের কোনও বনধ-এর ডাক দেয়নি। প্রচারিত খবরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, স্পষ্ট করে দিয়েছেন বজরং দলের নেতা।

তবে জানা গেছে, সদ্য প্রকাশিত এনআরসি বাতিলের দাবিতে আগামীকাল ৬ সেপ্টেম্বর অসম বনধ-এর ডাক দিয়েছে প্রবীণ তোগাড়িয়া নেতৃত্বাধীন বিভাজিত আন্তর্জাতিক বজরং দল।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক বজরঙের অসম প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবীন ভুইয়াঁ গতকাল জানিয়েছিলেন, 'বিদেশিযুক্ত ভেজাল এনআরসি' বাতিলের দাবিতে শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভোর ৫-টা থেকে ১২ ঘণ্টার অসম বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। আহূত বনধ-কে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে তোগাড়িয়ার আন্তর্জাতিক বিশ্বহিন্দু পরিষদও।

হাবড়ায় এবিভিপির দুই কলেজ পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ টিএমসিপি ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে

হাবড়, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের এবিভিপির দুই কলেজ পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগ টিএমসিপি ছাত্রপরিষদের বিরুদ্ধে।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য কলেজের বেশ কয়েকজন এবিভিপি সমর্থক ছাত্র এদিন কলেজে ঢুকেছিলেন। অভিযোগ টিএমসিপির ছাত্ররা তাদের বেধড়ক মারধর করে আহত হয় তিন কলেজ পড়ুয়া।তার মধ্যে তুহিন দাস নামে দ্বিতীয় বর্ষের এক এবিভিপি সমর্থকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে এলে দুটি সেলাই পরে তার মাথায়।এখনো একজন সমর্থকে আটকে রাখা হয়েছে কলেজে।হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। টিএমসির পাল্টা অভিযোগ তুহিন দাস নামের এই যুবক এদিন কলেজে মদ্যপ অবস্থায় আসে এবং ছাত্রীদের সাথে অশ্লীল আচরণ করে তারই প্রতিবাদে কলেজের টিএমসিপি ছাত্রপরিষদ ছাত্ররা সামান্য ধস্তাধস্তি হয় বলে জানিয়েছেন জেলা বিশাল দে জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মেম্বার।

দল বদল করেই পুরস্কার পেলেন ওমপ্রকাশ মিশ্র

কলকাতা,৫ সেপ্টেম্বর (হি.স): বুধবার দল বদল করে বৃহস্পতিবারই পুরস্কার পেলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র। তৃণমূলে যোগ দিয়েই আজ, শিক্ষক দিবসে 'শিক্ষারত্ন'সম্মান পেলেন ওমপ্রকাশ মিশ্র। রাজ্য সরকারের তরফে এদিন তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়।

বুধবারই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ওমপ্রকাশ মিশ্র। বিধানসভায় পরিবহণ ও সেচমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে যোগদান করেন তিনি। তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ওমপ্রকাশবাবুর যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। তৃণমূলনেত্রী জানিয়েছেন, এই অধ্যাপক নেতাকে দলের এডুকেশন সেলের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তৃণমূলের কোর কমিটিতেও নেওয়া হবে তাঁকে। বুধবারই লোকসভার দলনেতা হওয়ার জন্য অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সংবর্ধনা দিচ্ছিলেন সোমেন মিত্ররা। কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি ওমপ্রকাশ মিশ্রকে। তারপরই জল্পনা শুরু হয়। যদিও তৃণমূলে যোগ দিয়েই ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন, 'এরাজ্যে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে সহযোগিতা করছে না কংগ্রেস। বিজেপির মোকাবিলায় তৃণমূল ছাড়া কোনও পথ নেই।'

বনগাঁ নিয়ে নতুন মামলা হাইকোর্টে

কলকাতা,৪ সেপ্টেম্বর (হি.স): বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোটে জয়ী তৃণমূল। ১৪-০ ভোটে জিতল তৃণমূল। এদিনের ভোটাভুটিতে হাজিরই হননি বিজেপি কাউন্সিলররা। বিজেপির অভিযোগ, আগে যাঁরা বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, সেই কাউন্সিলররাই আবার তৃণমূলে যোগদান করেছেন । তাই নতুন করে অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত বৈঠকের নোটিশ দেওয়া হোক । তারপর অনাস্থা ভোট হোক । এই বিষয়টি তুলে ধরেই বৃহস্পতিবারই হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর ববি শরফের এজলাসে মামলা দায়ের করেছে বিজেপি। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুরসভার আস্থা ভোট নিয়ে কম হইহট্টগোল হয়নি। পুরসভার বাইরে মারামারি থেকে হাইকোর্টে মামলা সবই হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের দফতরে আস্থা ভোট ছিল। সেখানে হাজিরই হল না বিজেপি। ফলে ১৪-০ ব্যবধানে জিতে বনগাঁ পুরসভা দখলে রাখে তৃণমূল। গত ২৬ আগস্ট বনগাঁ মামলার রায়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন নতুন করে ১২ দিনের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হবে। নির্দেশ দেন ভোটের দিন কাউন্সিলরদের নিরাপত্তা দেওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব থাকবে জেলার পুলিশ সুপারের ওপরে। সেই মত জেলা শাসকের দফতর থেকে প্রত্যেক কাউন্সিলরকে চিঠি পাঠানো হয়। নিরাপত্তারও বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু বিজেপিতে যোগ দেওয়া সাত কাউন্সিলর আসেননি।

আস্থা ভোটের দিন যে গণ্ডগোল হয়েছিল, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের উপর ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিচারপতি। বিজেপিতে যোগ দেওয়া ১১ জন কাউন্সিলরকে বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে দিন ঠিক কী হয়েছিল, তা হলফনামায় জানান। কে, কীভাবে বাধা দিয়েছিল ঘটনার দিন, তাও উল্লেখ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। বিজেপির আইনজীবীকে বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রমাণ করুন, সেদিন ১১ জনকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি'।

ওই দিন শাসকদলের উদ্দেশ্যে বিচারপতি বলেন, 'এটা কী আইন ? আমাকে তো নতুন করে অঙ্ক শিখতে হবে, যেখানে '১১'-র থেকে বেশি হয় ১০'? চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য ছিল, 'এখনও

ছয়ের পাতায়

পাঁচ দিনের শিশু সহ প্রসুতীকে নিয়ে সাঁকো ভেঙে নদীর জলে মারুতী, উদ্ধার করলেন বাসিন্দারা

মেদিনীপুর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাঁচ দিনের সন্তান সহ প্রসূতিকে নিয়ে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে ফেরার পথেই বাঁশের সেতু ভেঙে মারুতী পড়ল কংসাবতী নদীর জলে। স্থানীয়দের তৎপরতাতেই উদ্ধার হল সবটাই। তবে ক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর ডেবরা থানার অন্তর্গত টাবাগেরিয়া নদীর ঘাটে। জানা গিয়েছে মামনি অধিকারী নামে ওই প্রসূতির বাড়ি দাসপুর থানার কুলদা গ্রামে। সন্তান প্রসবের কারণে তাকে বাপের বাড়ি ডেবরা থানার বাগুয়ান গ্রামে এনেছিল পরিবারের লোকেরা। সেখান থেকেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল মেদিনীপুর শহরের একটি নার্সিংহোমে। রবিবার ওই নার্সিংহোম তার কন্যা সন্তান হয়।এরপর বুধবার রাতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাকে ছুটি দিয়েছিল। তাই বৃহস্পতিবার একটি মারুতী মারুতি ভাড়া করে তাকে নিয়ে তার ভাই রাজু অধিকারী গ্রামে ফিরছিলেন। গ্রামে ঢোকার চার কিলোমিটার আগেই কংসাবতী নদীর ওপরে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে পার হওয়ার সময় সাঁকো ভেঙ্গে বিপত্তি। তবে তার আগেই সাঁকোর উপরে থাকা মারুতি হালকা করতে গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল তিন বছরের এক ভাইঝি সহ ভাই রাজু অধিকারী। রাজু জানায়- "মারুতিটি মাঝ নদী বরাবর যাওয়ার পরেই হঠাৎ করে সাঁকো ভেঙ্গে পড়ে যায় নদীতে। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ এই ঘটনার সময় নদীর দুই প্রান্তে পারাপারের জন্য লোক ভর্তি ছিল। সকলেই দ্রুত ছুটে এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে উদ্ধার করেছে ।" প্রসূতি ও শিশুকে উদ্ধার করার পরে অর্ধেক ডুবে যাওয়া গাড়িটিও উদ্ধার করেছে তারা। এই ঘটনায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। ডেবরার দ্বীপান্তর মুক্তি সংগ্রামী মঞ্চের সম্পাদক গৌতম মাঝি বলেন -' দুই প্রান্তের ১৭০ টির বেশি গ্রামের আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়ত করে। অথচ এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ নিয়ে সমাধান আজও হয়নি। এটা প্রশাসনের তামাশা ছাড়া কিছু না।ইমারজেন্সি কোন রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া যায় না এই সংযোগ সংকটের কারণে। বহু লোককে মারা পড়তে হয়েছে হাসপাতালে যথাসময়ে না পৌঁছানো সম্ভব হওয়ায়।" পাশাপাশি গ্রামবাসীদের দাবি মেনে গত বারো বছর আগেই পাশেই কংসাবতী নদীর ওপরে কংক্রীট সেতু নির্মান হয়েছে । কিন্তু দুই প্রান্তের এপ্রোচ রোড তৈরীতে জমি অধিগ্রহনে জটিলতা হওয়াতে কয়েক কোটির সেতু পড়ে রয়েছে অব্যবহৃত অবস্থায় । এবিষয়ে জেলার পুর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ বলেন- 'বিষয়টি শুনেছি। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে এপ্রোচ জমি জট কাটাতে চেষ্টা করছি। বাম আমলে তৈরী করা জট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই কংক্রীট সেতুটি চালু করতে পারবো। তাহলেই এই সমস্যা এড়ানো যাবে ।

নিয়ন্ত্রণরেখায় দুই হাজার জওয়ান মোতায়ন পাকিস্তানের, সতর্ক ভারত

জম্মু, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি পর থেকে জম্মু এবং কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ করিয়ে পরিস্থিতি অশান্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে পাকিস্তান। তারা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর প্রায় দুই হাজার সেনা জওয়ান মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে ছাউনি তৈরি করেছে এই দুই হাজার পাকিস্তানি সেনা জওয়ান।

জম্মু এবং কাশ্মীরের পুঞ্চের বাঘ এবং কোটলি সেক্টরের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই ব্রিগেডটিকে দেখা গিয়েছে। এই ব্রিগেডের ২০০০ এরও বেশি সৈন্য রয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। পাকিস্তান এই দুই হাজার সেনা জওয়ানকে জয়শ-ই-মহাম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈয়বা জঙ্গিদের ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে পারে বলে মনে করছে ভারতের প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সম্প্রতি ভারতীয় সেনা বারমুল্লা থেকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার দু"জন পাকিস্তানি জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে।

ছয়ের পাতায়

গান্ধী জয়ন্তীতে বিরাট পদযাত্রার আয়োজন করবে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গোটা সপ্তাহজুড়ে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করবে কংগ্রেস। এই উপলক্ষ্যে বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করবে শতাব্দী প্রাচীন দলটি।

বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করে কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন যে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন সপ্তাহব্যাপী ২ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর করবে কংগ্রেস। ২রা অক্টোবর থেকে রাজ্যস্তরগুলিতে বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হবে। পদযাত্রার সময় কংগ্রেস সদস্যরা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ছবি লাগানো টুপি পরবে। পাশাপাশি জাতির জনকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্লোগান দিতে থাকবে

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা অটোরিক্সা শ্রমিক সংঘ গন ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

পদ্মের পাপড়ি দিয়ে এবার ভবানীপুরের উমাকে সাজাচ্ছে আরেক উমা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর মাত্র প্রতিক্ষার ২৮ দিন। তবে, এবারের পুজো হয়তো অন্যবারের থেকে একটু আলাদা। কারণ এবার এক উমা সাজবে আরেক উমার হাতে। অর্থাৎ ভবানীপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিম মেকার এক নারী। আর তাদের থিম পদ্ম।
নব্বইতম বছরে প্রথম থিমের তালিকায় নাম লেখাল দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যের পুজো ভবানীপুর সর্বজনীন। মণ্ডপের ভিতর ও বাইরে সেজে উঠবে ছোট-বড় পদ্মের কোলাজে। প্লাইউডের উপর থার্মোকেল, রেকসিন, কাগজ থাকবে ইনস্টলেশন। তাই থিমের নাম পদ্ম। আর সেই নারী থিম মেকারের নাম পৌলমী গুহ। তিনবছর বিভিন্ন থিম মেকারদের সঙ্গে কাজ করার পর এই প্রথম ভবানীপুর সর্বজনীন দিয়েই হাতে খড়ি হতে চলেছে পৌলমীর । প্রতিমা গড়ছেন রুদ্র পাল। কিন্তু থিমের নাম পদ্ম তার পিছনে কিন্তু নেই কোনও রাজনীতি। শুধুমাত্রই শান্তির প্রতীক হিসাবেই নাম দেওয়া হয়েছে পদ্ম এমনটাই জানালেন ভবানীপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোক্তারা।

দিল্লিতে নির্মীয়মান ডিডিএ বিল্ডিংয়ে ছিঁড়ে পড়ল লিফট, আহত ১২ জন

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লির নারেলা এলাকায় নির্মীয়মান ডিডিএ বহুতলে ছিঁড়ে পড়ল লিফটউ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১২ জনউ এই ঘটনায় নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছেউ আহত অবস্থায় ১২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।
আউটার দিল্লির ডিসিপি গৌরব শর্মা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার নারেলা এলাকায় নির্মীয়মান ডিডিএ বিল্ডিংয়ে ছিঁড়ে পড়ে লিফটউ লিফটের তার ছিঁড়ে যাওয়ার কারণেই এই বিপত্তিউ বহুতলের নিচতলা থেকে উপরের তলায় নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই লিফটি ব্যবহার করা হতউ এই ঘটনায় ১২ জন আহত হয়েছেনউ প্রত্যেককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ মামলা দায়ের করা হয়েছে নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে।

সতর্ক ভারত

পাচের পাতার পর
এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়েও লস্কর ও জয়েশ জঙ্গিদের পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সতর্কতা তা বারেবারে ব্যর্থ হয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির হওয়ার পর প্রায় ১০০ এসএসজি কম্যান্ডো মোতায়েন করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চালিয়েছে পাকিস্তান।

মামলা হাইকোর্টে

পাচের পাতার পর
চেয়ার আঁকড়ে বসে আছেন ? আপনি এত নির্লজ্জ কেন'?
বনগাঁর মোট আসন ২২। একজন কাউন্সিলর প্রয়াত হয়েছেন। ফলে এখন কাউন্সিলর সংখ্যা ২১। জুলাই মাসে বিজেপির পক্ষে ছিলেন ১১ জন। কিন্তু সমীকরণ পাল্টে গেছে। বিজেপিতে যাওয়া চার কাউন্সিলর তৃণমূলের ঘরে ফিরেছেন। ফলে তৃণমূল এখন ১৪। সেই ব্যবধানেই এদিন পুরসভা দখলে রাখল তৃণমূল।

করবে কংগ্রেস

পাচের পাতার পর
তারা। ৩ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য এবং জেলাস্তরে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, গান্ধীজির আদর্শ থেকে তুলে ধরার জন্য সপ্তাহব্যাপী বক্তৃতা, সেমিনার, বিতর্কসভার আয়োজন করা হবে। এমনকি 'দেশের আজকের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীজি গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হবে। দলের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এনআরসি নিয়ে দিল্লীতে ধর্ণা এবিওয়াইএসও'র

।। **অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।। নয়াদিল্লী, ৫ সেপ্টেম্বর ।।** দিল্লীর যন্তর মন্তরে অল ব্যাঙ্গলি ইয়ুথ এন্ড স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এবিওয়াইএসও) ধর্না দিয়েছে এনআরসি ইস্যুতে। এই এনআরসিকে সংগঠনটি অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিছে। সংগঠনের সভাপতি চন্দন চ্যাটার্জি বলেছেন, বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী বাঙালী মানুষগুলি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পাশাপাশি তাদেরকে বাংলাদেশী বলে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। এনআরসি বিভাগের তরফ থেকে নানা ধরনের অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। শ্রীচ্যাটার্জি আরও বলেছেন, বাঙালীরা ভারতেরই বাসিন্দা। মঙ্গল গ্রহ থেকে আগত নয়।

কিশোরী সাঁতারু

আটের পাতার পর
কান্নাকাটি করে সব বলে দেয় মেয়ে। বুদ্ধি করে একটা ভিডিয়োও তুলে রেখেছিল। সেই ভিডিয়ো দেখে তো আমরা ভয় পেয়ে যাই। কোচের উপরে আমাদের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায়। ওকে ভগবানের আসনে বসিয়েছিলাম!"
গোয়া থেকে ফিরে তাঁরা সোমবার রাতে রিষড়া থানায় অভিযোগ জানাতে যান বলে দাবি করেন ওই কিশোরীর বাবা। থানার কর্মীরা অভিযোগ না নিয়ে তাদের গোয়ায় গিয়ে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন বলে দাবি। এ ব্যাপারে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (শ্রীরামপুর) ঈশানী পাল ঘটনার কথা শুনে তিনি পরে বলেন, "রিষড়া থানাকে আমি গোটা ঘটনার কথা জানিয়েছি। ওই কিশোরী যদি অভিযোগ জানাতে চান, তা হলে তিনি যেন রিষড়া থানায় যান। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হবে। কেন থানা প্রথমে অভিযোগ নেয়নি, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি।" ইতিমধ্যেই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ক্রীড়ামহলে। অভিযুক্ত কোচের শাস্তিতে সরব অনেকেই।
এদিকে আজ সকাল থেকে সংবাদমাধ্যমে ঘটনাটি সামনে আসার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসনিক মহল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরন রিজিজু ঘটনার কড়া নিন্দা করে টুইট করেন। একই সাথে পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। এদিকে গোয়ার যেখানে তারা থাকত সেই মাপুসা থানা হুগলীর রিষড়া থানার সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগ নিতে অনুরোধ করে। সেই মত সাঁতারু র অভিযোগের ভিত্তিতে রিষড়া থানা য় জেনারেল ডাইরি করা হয়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে জানানো হয় যেহেতু ঘটনার এফআইআর মাপুসা থানায় হয়েছে তাদের পক্ষ থেকেই সব রকম তদন্ত করা হবে। তবে এত কিছুর পর ও তার সাঁতারের ইচ্ছা যে এতটুকু কমবে না তাও মনে জোর গলায় মনে করিয়ে দেন নিগৃহীতা কিশোরী।

তথ্যমন্ত্রী হাছান

তিনের পাতার পর
এখন তিন গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার অর্জনের দিক থেকে তৃতীয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেয়ার পর দেশের ব্যাংকিং খাতের খেলাপী ঋণ হ্রাস পেয়েছে।

অব্যাহত রাখবে

তিনের পাতার পর
হোটেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাাত করেন।
তাঁদেরকে প্রধানমন্ত্রী স্বাগত জানান বলে প্রেস সচিব উল্লেখ করেন।কনফারেন্স উপলয আগত প্রতিনিধি দলের প্রধানগণ বাংলাদেশের আতিথেয়তার ভ'য়শী প্রশংসা করেন এবং বলেন, সকল অংশগ্রহণকারী দেশই এই সম্মেলনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।
সম্মেলনের মূল অধিবেশনে একটি প্রানবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁরা বলেন, তাঁরা এই সম্মেলনের ঢাকা ঘোষণাকে সমর্থন করবেন।প্রধানমন্ত্রী আশবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই আইওরা সম্মেলন ফোরামে নতুন মাত্রা যোগ করবে।শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। যেখানে সাধারণ মানুষ বৈরী আবহাওয়া তথা সাইকোন, জলোচ্ছ্বাস এবং নদীর ভাঙ্গনের সঙ্গে বসবাস করে।তিনি বলেন, 'আমরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছি- সাইকোন শেল্টার নির্মাণ করেছি, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পৃথক প্রশিণের ব্যবস্থা করেছি এবং নদী খনন করেছি যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।'তিনি বলেন,উপকূলে কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন সৃজন এবং সবুজ বেষ্টনি গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে দেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে'।প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তাঁর সরকারের গৃহিত বিভিন্ন বাস্তবধর্মী পদেপের কারণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড়একে আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো.নজিবুর রহমান এবং পররাষ্ট্র সচিব মো.শহীদুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর
টলারেন্স নীতি গ্রহণ এবং অন্যান্য অপরাধ দমনেও কার্যকর আইন প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেন।
প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন,আমাদের সবার কল্যাণে সমুদ্র অর্থনীতির ল্য অর্জনে যে সকল বিষয় রয়েছে সেগুলো এই মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।তিনি বলেন, এছাড়াও আমি আশাবাদী যে এ সম্মেলন শেষে 'ঢাকা ঘোষণা' হিসেবে যা গ্রহণ করা হবে সেটি ভবিষ্যতে আমাদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন,আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবো।পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন, আইওরা চেয়ারপার্সন এবং দণি আফ্রিকার পরিবেশ, বন এবং মৎস্য সম্পদ বিষয়ক উপমন্ত্রী মাখোতসো মেডেলিন সতিও, আইওরা মহাসচিব ড় নমভুভো এন.নকউই, আন্তর্জাতিক সিবেড কতৃর্পরে মহাসচিব মাইকেল ডব্লিউ লজ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমুদ্র সম্পর্কিত ইউনিটের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব:) খোরশেদ আলম স্বাগত বক্তৃতা করেন।
মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিদেশি কূটনিতিক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং ২২টি সদস্য রাষ্ট্রের সচিবসহ বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং আইওরা'র ৮টি ডায়ালগ পার্টনার দেশ গতকাল শুরু হওয়া এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন।সম্মেলন শেষে 'ঢাকা ঘোষণা' এবং সম্মেলনে প্রাপ্ত অন্যান্য নথির মাধমে আইওরা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ব্লু ইকোমনমিকে আরো জোরদার করার অঙ্গীকার প্রতিভাত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দি ইন্টারগভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন (আইওরা-আইওআরএ) ১৯৯৭ সালে ভারত মহাসাগর তীরবর্তী ২১ দেশ নিয়ে গঠিত হয়। সদস্য দেশগুলো হচ্ছে- অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কমরস, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কেনিয়া, মাদাগাসকার, মালয়েশিয়া, মরিশাস, মোজাম্বিক, ওমান, সিশেলস, সিঙ্গাপুর, সোমালিয়া, দণি আফ্রিকা, শ্রীলংকা,তানজানিয়া, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন।জাপান, জার্মানি, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং মিশর আইওরা'র ডায়ালগ পার্টনার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

উপনির্বাচনে সিপিএম কংগ্রেসের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে জানালেন প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সিপিএম- কংগ্রেসের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জোর গলায় এই দাবি করেছেন বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর কথায়, উপনির্বাচনে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হবে। এতে বিজেপি-র জয় নিশ্চিত, দাবি করেন তিনি।
তাঁর বক্তব্য, যে কোনও নির্বাচনই বিজেপি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেবে বিজেপি।
প্রতিমা ভৌমিক বাধারঘাট কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রভারীর দায়িত্বেও রয়েছেন। তাই তিনি গতকাল সংশ্লিষ্ট বিধানসভা ক্ষেত্রের মণ্ডল কার্যালয় সফর করেছেন এবং দলীয় কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকও সেরেছেন। বৈঠকে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
তিনি জানান, প্রথমত বাধারঘাট বিধানসভা ক্ষেত্রের বুথস্তরে কর্মী এবং পৃষ্ঠাপ্রমুখদের সাথে আগামীকাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে । সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়ি-বাড়ি প্রচার শুরু হবে। তিনি বলেন, বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রত্যেক ভোটারের বাড়িতে প্রচারে যাবেন বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার। এছাড়া, পথসভা এবং মিছিলও সংগঠিত করা হবে । এগুলোত বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অংশ নেবেন, বলেন তিনি ।

শিশুর

● প্রথম পাতার পর
আসে।চিকিৎসক শিশুটির অবস্থা বেগতিক দেখে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়।যাওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, জীবনে এই প্রথম তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেছেন এবং এই পর্বটি খুবই আনন্দদায়ক ছিল। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তিনি তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু, শিক্ষক অভিভাবক বৈঠক, রাজ্যের শেষ প্রান্তে বসবাসকারী শিশুদের কাছেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে শিক্ষা দফতর। এর সফলতাও এসেছে। গ্রেস মার্ক কমিয়ে দেওয়ার পরও মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনজাতি অঞ্চলেও পাশের হার বৃদ্ধি রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রকে এক নতুন দিশায় পৌঁছে দেবে। ত্রিপুরা থেকেও আগামী দিনে সর্বভারতীয় ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফলতার হার বাড়বে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করাও সরকারের দায়িত্ব।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতির মেরুদণ্ড। গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নবীন প্রজন্মকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। ত্রিপুরাকে মডেল এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য বানানোর এটি একটি মাইলফলক।
এদিকে, আজ ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বাইস আগরতলায় শিশুবিহার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ দিয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনার পাশাপাশি দেশের জন্যও ভাবতে হবে। কারণ, আমরা যে সুস্থ ভারতের কল্পনা করি, তাতে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। এদিন, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও শিক্ষার্থীদের পাঠ দিয়েছেন। আগরতলার উমাকান্ত স্কুলে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ দিয়েছেন।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর
ভারতীয় অংশে এনআইপিএল সংস্থাকে ২২০ কোটি টাকা নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, নিম্নমানের কাজের জন্য তাদের ওই বরাত বাতিল করেছে ইরকন। তার বদলে স্থানীয় ঠিকাদারকে বরাত দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি, পরিবহন দপ্তরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বে বৈঠকে দুই দেশে রেলপথ নির্মাণকারী সংস্থাকে মাস ভিত্তিক নির্মাণ কাজের রিপোট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেই রিপোর্টও তাদের জমা দিতে বলা হয়েছে। পরিবহন দপ্তর দুই দেশের রেলপথ নির্মাণকারী সংস্থাকে প্রকল্পের কাজ এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে বলেছে। কারণ, ইতিমধ্যে অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর থেকে নিশ্চিন্তপূর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। তেমনি, নিশ্চিন্তপুর থেকে আগরতলা রেলস্টেশন পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদৌ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে কিনা সেই প্রশ্নও রয়ে যাচ্ছে।

এনআরসি

● প্রথম পাতার পর
আসু (সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন) নেতা সর্বানন্দ সনোয়াল ট্রাইবুনাল বাতিল করতে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেন, বলেন সংগঠনের সম্পাদক অরুণ কুমার ভৌমিক।
তাঁর কথায়, ট্রাইবুনাল বাতিল এবং নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের ফলে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার দায় মানুষের নিজের উপর বর্তায় । কারণ, ১৯৫১ সালের নাগরিকপঞ্জি অথবা ১৯৭১ সালের পূর্বের ভোটার লিস্টে নাম না থাকলে নাগরিকপঞ্জিতে নাম উঠবে না, সেই দুটি দলিল অসমে অস্তিত্বহীন । তাঁর দাবি, এমতাবস্থায় নিরীহ সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন । বর্তমান কেন্দ্রীয় ও অসম সরকার ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে এবং জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতেই এই নাগরিকপঞ্জি নবায়ন করেছে । তাঁর অভিযোগ, এভাবেই ১৯ লক্ষের বেশি মানুষকে রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে ।
এদিন সংগঠন দাবি তুলে বলেছে, কোনও অজুহাতেই অসমে ১৯ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব হরণ করা চলবে না । শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে সারা দেশে নাগরিক পঞ্জিকরণ করার ভয় দেখানো বন্ধ করতে হবে । সংগঠনের আহ্বান, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নাগরিকপঞ্জিকরণে নামে জনগণকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভাজনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।

আত্মঘাতী যুবক

আটের পাতার পর
শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ছুটে গিয়ে তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন বছর ৩৫-এর ওই যুবক। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসা চলাকালীন ওই যুবকের মৃত্যু হয়।
খবর পাওয়ার পর গভীর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রামদাসপেঠ থানার পুলিশ। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ওই যুবকের নাম হল-মহম্মদ জাহাঙ্গীর মহম্মদ জাভেদ। তিনি কী কারণে আত্মঘাতী হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মানসিক অবসাদের কারণে ওই যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাত ন'টা নাগাদ বহুতলের তিন-তলা থেকে ঝাঁপ দেয় ওই যুবক।

গর্ভজাত

● প্রথম পাতার পর
তাই নিজের ভাইয়ের বাড়িতে থেকে অফিসের কাজকর্ম করছিলেন তিনি। ইত্যবসরে ছেলে অজয় জানতে পারে, তার মায়ের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ বরাদ্দ হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রয়োজন। সে ঘরে এসে তন্নতন্ন করে কাগজপত্র খুঁজে পায়নি। তখন সে তার মার সাথে যোগাযোগ করে।
মা আরতিদেবী ফোন পেয়ে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি চলে আসেন আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২-টা নাগাদ। মাকে দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় ছেলে। মাটিতে ফেলে লাথি, ঘুষি, কিল, চড় মারতে থাকে নিজের মাকে। তার ক্রোধ এত বেড়ে যায় যে রান্নার জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি কাঠ দিয়ে আরতীদেবীর পায়ে সজোরে আঘাত করে। এতে মায়ের পা ভেঙে যায়। আরতিদেবীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ছেলে অজয়ের হাত থেকে আক্রান

কাদা মাঠে ম্যাজিক বিদ্যাসাগর-কোলাডোর ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে জিতল মোহনবাগানও

ইস্টবেঙ্গল: ২ (বিদ্যাসাগর সিং, হাইমে স্যান্টোস কোলাডো)সাদার্ন সমিতি: ০মাঠে থকথকে কাদা। বল প্রায় গড়াচ্ছে না। বৃষ্টিতে খেলা শুরু হল প্রায় পনের মিনিট পরে। এমন মাঠেই ডার্বির ড্রয়ের পরে জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল। নায়ক যথারীতি বিদ্যাসাগর সিং ও হাইমে স্যান্টোস কোলাডো। দুর্বল সাদার্নের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের লড়াই ছিল বকলমে সম্মানের লড়াই। ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যাওয়া দুই তারকা এবার সাদার্নের দায়িত্বে। মাঠের বাইরে সাদার্নের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার দায়িত্বে যেখানে লাল-হলুদের ঘরের ছেলে মেগহতাব হোসেন। সেখানে মাঠে সাদার্নের ভরসা আল আমনা।পুরনো দলের বিরুদ্ধে অবশ্য জ্বলে উঠতে পারল না আমনা-মেহতাবের পার্টনারশিপ। বিক্ষিপ্তভাবে আমনা ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে ত্রাসের সঞ্চার করলেও তা থেকে গোল আসেনি।শুরু থেকেই কাদা-মাঠে রাজত্ব করে গেল ইস্টবেঙ্গল। পিন্টু, বিদ্যাসাগর, কোলাডোদের আটকাতে রীতিমতো হিমশিম খেল সাদার্নের রক্ষণ। ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম একাদশে কোলাডো, বিদ্যাসাগরদের না রাখা নিয়ে প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল কোচ আলেয়ান্দ্রোকে। ঘটনাচক্রে, এদিন শুরু থেকে দুই তারকা খেললেন প্রথম একাদশে। তাঁদের গোলেই ইস্টবেঙ্গলের সাদার্ন বধ। পাশাপাশি, বেশ কিছু ম্যাচ পরে মার্তি ক্রেসপির পরিবর্তে প্রথম একাদশে দেখা গেল বোরহাকে। নেমেই রক্ষণকে বরাবরের মতো ভরসা দিলেন তিনি।প্রথম থেকে প্রাধান্য নিয়ে খেলা ইস্টবেঙ্গলকে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ৩২ মিনিট পর্যন্ত। ডিকার ভাসানো কর্নার থেকে প্রথমে কোলাডোর মাথা ছুঁয়ে অরক্ষিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিদ্যাসাগরের কাছে পৌঁছতে হেডে জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে কোলাডোর গোল যেন প্রথম গোলের রিপিট টেলিকাস্ট। সেই ডিকার তোলা কর্ণার থেকেই টপ বক্সে দাঁড়িয়ে থাকা কোলাডো জোড়ালো হেডে জাল কাঁপিয়ে দেন।শুরু থেকে কেন নেই চামোরো, কোলাডো? সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন দুই কোচরবিবারের ডার্বি নিষ্ফলা! তবু ভিকুনার তিকিতাকা মন কাড়লনির্ধারিত

সময়ে খেলা শেষ হওয়ার নয় মিনিট আগে সাদার্নের হয়ে দুরন্ত গোলে ব্যবধান কমিয়ে দিয়েছিলেন অর্জুন টুডু। এরপরে সাদার্ন শেষ দশ মিনিট উজ্জীবিত ফুটবল খেললেও সমতা ফেরাতে পারেনি।গোটা ম্যাচ জুড়েই আলে আলে শব্দব্রহ্মে কাঁপিয়ে গেলেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। কাদা মাঠে কোচের প্রতি ভরসারই জবাব যেন দিলেন কোলাডোরা।অন্যদিকে, মোহনবাগান কল্যাণীর মাঠে ২-০ ব্যবধানে পরাস্ত করল ভবানীপুর এফসিকে। সবুজ মেরুন ব্রিগেডের হয়ে গোল করে যান রোমারিও জেসুরাজ এবং নাওরেম।ইস্টবেঙ্গল: মাওইয়া, সামাদ আলি মল্লিক, আশির আখতার, বোরহা, মনোজ মহম্মদ, পিন্টু মাহাতো, তনদম্বা, ডিকা, বৈথাং হাওকিপ, কোলাডো, বিদ্যাসাগরসাদার্ন সমিতি: ইশান, আইনিশ, স্যামুয়েল, গোভিন, শুভঙ্কর, কালু ওগবা, আল আমনা, ফয়জল আলি, অমরেন্দু চক্রবর্তী, উত্তম

রোহিতকে ওপেনার করার দাবিতে সরব প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক

ওয়েবডেস্ক: রোহিত শর্মাকে টেস্ট ওপেনার করার দাবিতে ফের সরব হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় তাঁর একটি লেখায় সৌরভ জানিয়েছেন, রোহিতের মতো প্লেয়ারকে দলের বাইরে রাখার কোনো মানেই হয় না।ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার আগেও ঠিক একই কথা বলেছিলেন সৌরভ। তিনি জানান, ভারতীয় মিডিল অর্ডারে এখন ট্রাফিক জ্যামের মতো পরিস্থিতি, তাই রোহিতকে ওপেনার হিসেবে ব্যবহার করুক ভারত। দুই টেস্টের সিরিজের পরে সেই দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

এক দিকে দুর্দান্ত ফর্ম দেখিয়ে মিডিল অর্ডারে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন অজিঙ্ক রাহানে এবং হনুমা বিহারী, অন্য দিকে টেস্ট ওপেনিং এখন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ চারটে ইনিংস একবারও অর্ধশতরান করেননি কেএল রাহুল, অন্য দিকে ময়াঙ্ক আগরওয়াল মাত্র একবার ৫০-এর গণ্ডি পেরিয়েছেন।এই প্রসঙ্গেই সৌরভের মত, ”ওপেনিং নিয়ে চিন্তা এখনও রয়েছে। ময়াঙ্ক আগরওয়ালের টেকনিক রয়েছে এবং ওকে আরও কয়েকটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেএল রাহুল নিজের প্রতিভার সঙ্গে সুবিচার করতে পারছে না, ফলে সেখানে নতুন কাউকে ভাবা যেতেই পারে।” সৌরভের মতে, ক্রিকেট বিশ্বকাপে যিনি পাঁচটা শতরান করতে পারেন, তাঁকে টেস্টে একবারের জন্যও না ভাবাটা অপরাধের।উল্লেখ্য, টেস্ট ওপেনিংয়ের জায়গাটি নিয়ে প্রথম পরীক্ষানিরীক্ষা সৌরভই শুরু করেন। ২০০২-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে মিডিল অর্ডার থেকে সোজা ওপেনিংয়ে তুলে দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র সহবাগকে। তার পর কী হয়েছে আমরা সকলেই জানি। টেস্ট ওপেনিংয়ের সংজ্ঞাই কার্যত বদলে দেন সহবাগ। এ বার দেখা যাক সৌরভের কথামতো রোহিতকে ওপেনার হিসেবে ভারত ভাবে কি না।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ছাঁটাই বাংলার সাঁতার কোচ, কড়া পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি রিজিজুর

গোয়া সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের (জিএসএ) সঙ্গে যুক্ত বাংলার সাঁতার কোচ সুরজিত গঙ্গোপাধায়। বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ আসার পরেই জিএসএ তাঁকে ছাঁটাই করল। এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই টুইট করে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেন রিজিজু।সুরজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তাঁরই বছর পনেরোর ছাত্রী। সেই কিশোরী সাঁতারু অভিযোগ, শেষ ছ”মাস ধরেই সুরজিত তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে। শেষে উপায় না দেখে ওই ছাত্রী তাঁর লুকিয়ে রাখা মোবাইলে কোচের যৌন হেনস্থার ভিডিও তুলে তা প্রকাশে এনেছে। যা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যদিও সেই ভিডিও-র সততা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা যাচাই করে দেখেনি।

শেষে উপায় না দেখে ওই ছাত্রী তাঁর লুকিয়ে রাখা মোবাইলে কোচের যৌন হেনস্থার ভিডিও তুলে তা প্রকাশে এনেছে। যা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যদিও সেই ভিডিও-র সততা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা যাচাই করে দেখেনি।রিজিজু একাধিক টুইট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ”আমি কড়া পদক্ষেপই নিয়েছি। গোয়া সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন সুরজিত গঙ্গোপাধায়ের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে দিয়েছে। আমি সুইমিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াকে একটা বিষয় নিশ্চিত করতে বলেছি যে, ও যেন ভারতের কোথাও চাকরি না পায়। এটা সমস্ত ফেডারেশন আর সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ।” জিএসএ-র সচিব সইদ আবদুল মাজিদ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছে যে, ”আনরা সুরজিতের টর্য়াকরেকর্ড দেখেই ওকে কোচ হিসাবে নিযুক্ত করেছিলাম। অতীতে ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না।’

’পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ওই কিশোরী তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তারা মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু যেহেতুটা বিষয়টা গোয়া পুলিশের অধীনে পড়ছে সেহেতু তারাই তদন্ত করে দেখবে বিষয়টা।

গোলের মালা পরিয়ে অলিম্পিক টেস্ট ইভেন্টস জিতল ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিবেদন : এর আগে নিউজিল্যান্ডের কাছেই হেরেছিল ভারতীয় দল। তাই এদিন জয়ের পরই প্রতিশোধের প্রসঙ্গ উঠে এল। রাউন্ড রবিন লিগ পর্যায় ভারতীয় দলকে ২-১-এ হারিয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। সেই হারের বদলা নিয়ে ফেললেন হরমনপ্রিত সিংয়ের দল। নিউজিল্যান্ডকে গোলের মালা পরিয়ে অলিম্পিক টেস্ট ইভেন্টস জিতল ভারতীয় হকি দল। কিউয়িদের পাঁচ গোল দিল ভারতীয় দল।টোকিওয় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোল করেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রিত সিং, শামশের সিং, নীলকান্ত শর্মা, গুরশাহিবজিত সিং ও মণদীপ সিং। ম্যাচের ৭ মিনিটে প্রথম গোল করেন হরমনপ্রিত। এর পরই ১৮ মিনিটে দ্বিতীয় ও ২৩ মিনিটে তৃতীয় গোল হয়। তার পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি নিউ জিল্যান্ড। এদিন জয়ের পর ক্যাপ্টেন হরমনপ্রিত বলেন, ””ম্যাচের শুরুতেই আমরা বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিলাম।সেগুলো কাজে লাগাতে পেরেছি।

ভিভ রিচার্ডসকে আন্টিগার রাজা বললেন রবি শাস্ত্রী

বিশ্বকাপে বর্থতার পর রবি শাস্ত্রীর কোচিংয়েই ফের একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টি-২০ ও ওয়ান-ডে সিরিজে পর্যুদস্ত করেছে টিম ইন্ডিয়া। ২০২১ পর্যন্ত শাস্ত্রীর চুক্তি বাড়িয়েছে বিসিসিআই। ভারতের সামনে এখন দু”মাচের টেস্ট সিরিজ।গামিকাল অ্যান্টিগার সার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট খেলতে নামবেন বিরাট কোহলিরা। যাঁর নামে এই স্টেডিয়াম সেই কিংবদন্তি ভিভের সঙ্গেই টুইটারে ছবি শেয়ার করলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডসার। তাঁকে অ্যান্টিগার রাজা বলেই আখা দিলেন শাস্ত্রী।৬৭ বছরের রিচার্ডসকে বাইশ গজের অনতম সেরা ক্রিকেটার হিসেবেই গণ করা হয়। আটের দশকে অপ্রতিরোধ উইন্ডিজ দলের স্টার ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। ১২১টি টেস্ট মাচ খেলা ভিভ ৮৫৪০ রান করেছেন। ৪৭-এর গড়ে ওয়ানডে ফর্মাটে তাঁর ৬৭২১ রান রয়েছে।অনদিকে শাস্ত্রী ৮০টি টেস্ট ও ১৫০টি ওয়ানডে খেলেছেন দেশের হয়ে। টেস্টে ৩৮৩০ রান ও পঞ্চাশ ওভারে ৩১০৮ রান করেছেন তিনি। ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্মাটে তাঁর ১৫১টি উইকেটও রয়েছে। ওয়ানডে ফর্মাটেও তিনি পেয়েছেন ১২৯টি উইকেট।গত শুক্রবার শাস্ত্রীকে ফের একবার কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে কপিল শাস্ত্রীর কমিটি।

দিল্লি থেকেই আসবে ভারতের পরবর্তী চার নম্বর, বলছেন ক্রিকেটের নতুন দ্রোণাচার্য

গৌতম গম্ভীর থেকে নবদীপ সাইনি,বহু তারকা ক্রিকেটার বেড়ে উঠেছেন তাঁর কোচিংয়ে। শিষ্যরা দেশের হয়ে ফুল ফুটিয়েছেন। ছাত্রদের সাফল্য বিচক্ষণ কোচকে তৃপ্তি দিয়েছে। কঠিন পরিশ্রমের ফল অবশেষে পেতে চলেছেন সঞ্জয় ভরদ্বাজ। দিন কয়েক পরে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দ্রোণাচার্য পুরস্কার নেবেন তিনি। গম্ভীরদের কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের ওয়ানডে দলের চার নম্বর,আনন্দবাজারকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সঞ্জয় ভরদ্বাজ ধরা দিলেন অন্য মেজাজে।প্রশ্ন- এই সম্মান পেয়ে কেমন লাগছে আপনার?সঞ্জয়- এই সম্মান পেয়ে আমি গর্বিত। দ্রোণাচার্যের স্বপ্ন সব কোচই দেখেন। আমিও দেখতাম। এ বার দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সেই সম্মান গ্রহণ করব। কোচেদের জীবনে এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না।প্রশ্ন-ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীরকে ছোট থেকে কোচিং করিয়েছেন আপনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে গম্ভীরের সাফল্যের রহস্য কী?সঞ্জয়-খেলার সময়ে ওর একাগ্রতা এবং ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা ওকে সবার থেকে আলাদা করে দেয়।কোনও খেলোয়াড়ের হার না মানা লড়াকু মনোভাবই এই স্তরে সাফল্যের চাবিকাঠি।প্রশ্ন-একজন খেলোয়াড়ের সাফল্যের পিছনে কোচের ভূমিকা ঠিক কতটা?সঞ্জয়-একজন কোচের কাজই হল ছাত্রের মনোবল শক্তিশালী করা। খেলায় যেমন ভাল দিন আছে,তেমনই খারাপ দিনও দেখতে হয় সবাইকে। ১৪-১৫ বছরের শিক্ষার্থীর মনে অনুপ্রেরণা জোগানোই একজন কোচের লক্ষ্য হওয়া উচিত।শ্ন-অতীতে বিষেণ সিংহ বেদী থেকে বর্তমানের ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালিবহু রত্ন দিল্লি থেকে এসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বছরের পর বছর ধরে দিল্লির এই সাফল্যের কারণ কী?সঞ্জয়- দিল্লির ক্রিকেট পরিবেশটাই এরকম। ছোটবেলা থেকেই কঠিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলতে হয় এখানকার ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভয় পায় না ওরা।শ্ন-ভারতীয় ক্রিকেটে চার নম্বর ব্যাটিং পজিশন নিয়ে জট অব্যাহত।চলতি ক্যারিবিয়ান সফরে শ্রেয়াস আইয়ার ভাল খেললেও তাঁর জায়গা এখনও পাকা নয়। অপর দিকে,ভারতীয় এ দলের জার্সি গায়ে নিয়মিত খেলছেন আপনারই স্নেহধন্য বাঁ-হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান নীতীশ রাণা। তিনি কি ভারতীয় দলে নিজের জায়গা করে নিতে পারবেন?আপনার কী মত?সঞ্জয়- বিরাট কোহালি যেমন নিয়মিত বড় রান করে, তেমনই ছোট থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নীতীশও বড় ইনিংস খেলতে অভ্যস্ত। বিগত কয়েক বছরে ওর পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভাল। তার সুবাদেই ভারতীয় এ দলে জায়গা পেয়েছে ও। আমি বিশ্বাস করি, কিছু দিনের মধ্যেই সিনিয়র দলের জার্সি গায়েও দেখা যাবে ওকে।প্রশ্নগম্ভীর-নবদীপদের জাতীয় দলের হয়ে খেলার রহস্য কী?সঞ্জয়দেখুন,জাতীয় দলের হয়ে খেলা নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার। আমি খুব কাছ থেকে ওদের দেখেছি। তাই জানি,এরা কোনও সময়েই নিজেদের মনোসংযোগ হারায়নি। খারাপ সময়ে ইস্পাত কঠিন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। হারার আগে হার মানেনি। লড়াই করে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এই মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ছেলেদের মধ্যে। তার জন্যই ওরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এত সফল।প্রশ্নঅনেকে কোচই মেজাজ হারিয়ে ছাত্রকে বকাবকি করেন... (প্রশ্ন মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে)সঞ্জয়শুনুন,মায়ের স্নেহে ছোট ছোট বাচ্চাদের গড়ে তুলতে হয়। বকাবকি করলে তো ওরা ভয় পেয়ে যাবে। খেলার প্রতি আগ্রহ কমে যাবে। আমি চিরকালই মায়ের মতো ওদের আগলে রেখেছি।ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছি। ওরা ভুল করলে ভুলটা শুধরে দেওয়া চেষ্টা করেছি।

আবার রাজসিক প্রত্যাবর্তন স্টিভ স্মিথের

ম্যাঞ্চেস্টার: মাথার চোট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অ্যাসেজের তিন ইনিংসে স্টিভ স্মিথের রান ছিল যথাক্রমে ১৪৪, ১৪১ এবং ৯২। এ বার মাথার চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তন করে আবার শতরান হাঁকালেন স্মিথ।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ অ্যাসেজ টেস্টের দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজনের একটু আগেই এই মাইলস্টোনে পৌঁছে যান বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট ব্যাটসম্যান স্মিথ। মাত্র ৬৭ টেস্টে এটি তাঁর ২৬তম শতরান। স্মিথের এই শতরানের মধ্যে দিয়ে চতুর্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের ঘাড়ে চেপে বসতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়া।উল্লেখ্য, প্রায় এক বছরের অভিশপ্ত সময়ে কাটিয়ে গত বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলে ফেরেন স্মিথ। বিশ্বকাপটি মোটামুটি কেটেছিল তাঁর। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেই যেন সেই পুরনো স্মিথ। হয়তো এ বার আরও একটু বিধ্বংসী। এখনও পর্যন্ত অ্যাসেজে চারটে ইনিংসে ব্যাট করেছেন তিনি। এর মধ্যে লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে জোফ্রা আর্চারের বলে মাথার চোট না খেলে হয়তো ওখানেও শতরান হয়ে যেত তাঁর।অস্ট্রেলিয়াকে অ্যাসেজে জিততে গেলে যে স্মিথকেই হাল ধরতে হবে তা বলাই বাহুল্য।সম্প্রতি দুরন্ত ফর্মে থাকা

স্টিভ স্মিথ খেলবেন এ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টে। জানিয়ে দিলেন অজি দলের হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। ১৬ মাস বাদে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে দুরন্ত ফর্মে পাওয়া গেছিলো স্টিভ স্মিথকে। চলতি এ্যাসেজের প্রথম টেস্ট মূলত তার দুরন্ত ব্যাটিংয়ের উপর ভর করে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া।এজবাস্টনের প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে তার রান সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৪৪ এবং ১৪২। ম্যাচে ২৫১ রানে হেরে যায় ইংল্যান্ড দল।প্রথম টেস্টের মতো দ্বিতীয় টেস্টেও দারুণ ভাবে শুরু করেন স্টিভ স্মিথ। কিন্তু সব সমীকরণ বদলে যায় জোফ্রা আর্চারের একটি বাউন্সারে। ৯২.৪ মাইল প্রতি ঘন্টার গতিতে ছোড়া আর্চারের সেই বাউন্সারে স্তম্ভিত হয়ে যায় মাঠে উপস্থিত সকল ক্রিকেটারেরা। এমনকি এমন বেপোরোয়া গতির বাউন্সারের সামনে কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। সজোরে এসে তার হেলমেটে লাগে।এরপর বেশ কিছুক্ষণ মাঠেই পড়েছিলেন তিনি।এরপর তিনি মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।সেই সময় তার নামের পাশে স্কোর ছিলো ৮০।যদিও পরবর্তী সময়ে ক্রিসে ফেরেন স্মিথ। করেন আরও ১২ রান ,এরপর ক্রিস ওক্সের বোলিংয়ে এল বি ডব্লিউ হন তিনি।ড্রেসিংরুমে ফেরেন ৯২ রানে।ম্যাচের শেষ দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে সমস্যা অনুভব করেন স্মিথ।চোট লাগার প্রভাব পড়া শুরু হয় স্মিথের।যা স্বাভাবিক ভাবেই ম্যাচের ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে একজন ক্রিকেটার অনুভব করেন।মাথা যন্ত্রণা, শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করেন স্মিথ।এরপর চোটের জন্য ম্যাচ থেকে রুল আউট হন তিনি।ম্যাচ রেফারি রনন মাদুগালের পৌরহিত্যে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চোট পাওয়ার জন্য বদলি ক্রিকেটার হিসেবে নামতে দেখা যায় মারনুস লাবুসছাগনেকে।ম্যাচের পরবর্তী সময়ে স্মিথ জানিয়েছিলেন পরবর্তী ম্যাচে খেলার বিষয়ে আশাবাদী তিনি।কিন্তু সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের কোচ জাস্টিন লাঙ্গার জানান তৃতীয় টেস্টে খেলছেন না স্মিথ।

ফ্লাশিং মেডোয় শেষ চারে নাদালের প্রতিদ্বন্দ্বী মাতেও

নিউইয়র্ক: মরশুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে রজার ফেডেরার ও নোভাক জকোভিচ বিদায় নিলেও সেমিফাইনালে পৌঁছলেন রাফায়েল নাদাল। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নাদালের প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বের মাতেও বেরেত্তিনি। গ্যালারিতে বসে নাদালের খেলা দেখেন স্প্যানিশ ফুটবল তারকা জেরার্ড পিকে। পাশে ছিলেন তাঁর পপ স্টার স্ত্রী শাকিরা।বৃহস্পতিবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্তাইন প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়েগো সোয়ার্তম্যানকে স্ট্রেট গেমে (৬-৪,৭-৫,৬-২) হারিয়ে শেষ চারে ওঠেন তিনবারের ফ্লাশিং মেডো

চ্যাম্পিয়ন স্প্যানিশ তারকা। তবে ৩৩তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে ওঠার পথে যথেষ্ট ঘাম ঝড়াতে হয় রাফাকে। প্রথম দু”টি দারুণ লড়াই করেন আর্জেন্তাইন খেলোয়াড়। দ্বিতীয় সেট গড়াই টাইব্রেকারে।শেষ আটের লড়াইয়ে হেরে ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছেন ফেডেরার। চতুর্থ রাউন্ডে চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দেন বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় জকোভিচও। ফ্যাব থ্রি-র মধ্যে শেষ চারে পৌঁছলেন একজনই। ফলে টানা ৬২টি মেজর টুর্নামেন্টে তিন জনের মধ্যে অন্তত একজন সেমিফাইনালে পৌঁছলেন। শেষ ১১টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি হাত উঠেছে এই তিন জনের মধ্যে। এবার ফ্লাশিং মেডোয় ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার নাদালই। কেরিয়ারে ১৯তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জয় থেকে মাত্র দু”কদম দূরে রাফা।সেমিফাইনালে নাদাল খেলবেন ইতালির বছর তেইশের বেরেত্তিনির বিরুদ্ধে। ১৯৭৭-এর পর ইউএস ওপেনে ইতালির কোনও পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে শেষ চারে পৌঁছলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে মনফিলসকে পাঁচ সেটের (৩-৬,৬-৩,৬-২,৩-৬, ৭-৬) লড়াইয়ে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছন বেরেত্তিনি।মরশুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি বিশ্বের পাঁচ নম্বর দানিল মেডভেডেভ ও ৭৮ নম্বর গ্রিগর দিমিত্রভের। কোয়ার্টার ফাইনালে ফেডেরারকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেন দিমিত্রভ।

Notice Inviting E- tender
Tripura Bamboo Mission

Electronic Bids are hereby invited by the mission director, TBM on behalf of the Tripura Bamboo Mission, 2(Two) bid, package rate e-tender from eligible firms/suppliers/ traders/agencies for procurement, installation & commissioning of bamboo round stick making machines at Kumarghat Unokoti Tripura, Ambassa Dhalai Tripura & Belonia (Sarashima) South Tripura.

E-tender No	Publishing date & time	Submission date & time	Details can be obtained from
02/TBM/ 2019	4th September, 2019 at 5.30 PM.	25th September, 2019 within 3PM.	https:// www.tripura tenders.. gov.in

Dated : Tuesday, 03 September 2019
Place : Agartala

Sd/-
(Kiran Gitte, IAS)
Mission Director
Tripura Bamboo Mission

ICA/C-1034/19

আই.টি.আই. মনুবনকুল-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

আই.টি.আই. মনুবনকুলে ২০১৯-২০ইং শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তির জন্য পুনরায় আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনকারী সরাসরি তাদের ৩ copy photo, original certificate এবং photocopy সহ ITI, Manubankul এ যোগাযোগ করতে আহ্বান করা হচ্ছে।

ট্রেড সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসনে সংখ্যা			কাউন্সেলিং এর তারিখ
			UR	ST	SC	
১	Dress making	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	১৫ (PH-02)	১২	৭	১১০৯-২০১৯
২	Electrician		০১ (Ex-Serviceman-০১	০৩ (PH-০১)	০০	
৩	Electronics Mechanics		০৪ (PH-০৩)	১০ (Ex-Serviceman-০৩	০৪ (PH-০১)	
৪	Mechanic motor vehicle		০৩ (Ex-Serviceman-০১ (PH-০১)	০৪	০১ (Ex-Serviceman-০১	

১। ভর্তির নিয়মাবলী এবং আবেদনপত্রের নমুনা আই.টি.আই. মনুবনকুল-এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে (যোগাযোগ- 8415039989। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় ০৬-০৯-২০১৯ ইং হইতে ০৯-০৯-২০১৯ বেলা ৫টা পর্যন্ত।
২। কাউন্সেলিং এর তারিখ ১১-০৯-২০১৯ ইং সকাল ১১টা এবং ঐ তারিখে প্রার্থীদের সমস্ত Original Certificate সহ স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে।

অধ্যক্ষ
আই.টি.আই. মনুবনকুল
সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা

ICA/D-871/19-20

সন্ধান চাই

Ref : East Agartala PS G.D. Entry No-20, Dated : 21/08/2019

পাশের ছবিটি শ্রী রাজীব দাস, পিতা-শ্রী ভজন দাস, সাং-পূর্ব প্রতাপগড়, কালিটিলা, থানা-আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা। বয়স-৩৪বছর, গায়ের রঙ-শ্যামলা, চুল-কালো, পরনে-জিন্স পেন্ট এবং টি-শার্ট, গত ০২/০৮/২০১৯ ইংরেজি তারিখ আনুমানিক বিকাল ২টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব থানা - ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-875/19-20

Ambedkar College, Fatikroy
Notice Inyiting Quotation

Sealed quotation is here by invited from the prominent firms/ agencies/dealers for supply and installation of Iron Removal Filter along with Activated carbon filter, Dozer, water purifier and media change for the existing one filter at Ambedkar college. The quotations will be received up to 4 PM of 13th September, 2019. Bidding details i.e items specifications, job description, Terms and conditions will be available in the college website www.actripura.edu.in from 3rd September, 2019

ICA/C-1035/19

Sd/-
Subrata Sharma
Principal in-charge

জাগরণ 6 September, 2019, Friday আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১৯ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

প্রবল বর্ষণে দুর্ভোগে বাণিজ্যনগরী বেহাল রেল ও বিমান পরিষেবা, বাতিল তিনটি ট্রেন

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভোগান্তি পিছু ছাড়ছে না! বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও প্রবল বর্ষণে বেহাল অবস্থা মুম্বই ও শহরতলির রেল পরিষেবা। বৃহস্পতিবার বাতিল করা হয়েছে তিনটি ট্রেন। শুধুমাত্র রেল পরিষেবা নয়, বিপর্যস্ত বিমান পরিষেবাও। মুম্বই বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে বিমানবন্দরের বাইরেই রাত কাটালেন বহু যাত্রীরা। অনেক যাত্রী আবার বিমানবন্দরের বাইরেই ঘুমিয়ে পড়েন। পশ্চিম রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টি এবং নাল্লাসোপারায় রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় তিনটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, যথাক্রমে-সুরাট-মুম্বই সেন্ট্রাল, মুম্বই-সেন্ট্রাল সুরাট এবং বান্দ্রা টি-ভিএপিআই।

রেলের পাশাপাশি উড়ান পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরে দেরিতে ওঠানামা করে বেশ কয়েকটি বিমান।

তবে, মুম্বইবাসীর জন্য স্বস্তি হল বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে জল নামছে। বিএমসি-র পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জল নামতে শুরু করেছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এখনও সতর্ক রয়েছে। কুরলা, পারেল এবং অন্ধেরিতে নজরদারি চালাচ্ছে এনডিআরএফ।

মইনুলকে কারাগারে পাঠানো বিচারকের শাস্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। মাসুদা ভাট্টির করা মানহানির মামলায় মইনুল হোসেনকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়ায় ঢাকার মহানগর হাকিম তোফাজ্জল হোসেনের বিচারিক মতা প্রত্যাহার ও শাস্তির দাবি উঠেছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি থেকে।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি তোলেন সমিতির সম্পাদক এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন; যিনি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব।আইনজীবী সমিতি ভবনের শহীদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি সমর্থক আইনজীবীরা উপস্থিত থাকলেও আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিনসহ কার্যনির্বাহী কমিটির আওয়ামী লীগ সমর্থক সদস্যরা কেউ ছিলেন না।মানহানির মামলায় মঙ্গলবার কারাগারে যাওয়া ব্যারিস্টার মইনুল সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি। সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা গত সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী বিরোধী রাজনৈতিক জোট গড়ায় সক্রিয় ছিলেন।মাসুদা ভাট্টিকে 'চরিত্রহীন' বলায় মানহানির মামলায় গত বছর নির্বাচনের আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মইনুল। পরে হাই কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বুধবার বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করলে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার মহানগর হাকিম তোফাজ্জল হোসেন।এর প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন,তিনি (মইনুল) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেছিলেন।

কিন্তু জামিনযোগ্য মামলায় তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, যা খুব দুঃখজনক। আমরা মনে করি ফরমায়েশি আদেশের কারণে এটি করা হয়েছে।প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বারের সম্পাদক বলেন,রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের একটি অঙ্গ হচ্ছে বিচার বিভাগ। ফরমায়েশি আদেশের জন্য একদিন বিচার বিভাগকে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে।বিচারকের ওই আদেশকে 'বেআইনি' মন্তব্য করে খোকন আরও বলেন,সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আমরা বিচারক তোফাজ্জল হোসেনের বিচারিক মতা প্রত্যাহার ও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

সমিতির সাবেক সভাপতি জয়নুল অবেদীন, সাবেক সহসভাপতি ও গণফোরামের কর্যকরি সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, অলিউর রহমান, সাবেক সম্পাদক বদরুদ্দোজা বাদল, বর্তমান কমিটির সহসম্পাদক শরীফ ইউ আহমেদ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক দিবসের দিনেই কোচের বিরুদ্ধেই যৌন হেনস্থার অভিযোগে থানায় কিশোরী সাঁতারু

হুগলি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.):এক মাস দুই মাস নয়, গত ছ'মাস ধরে বাংলার সাঁতার জগতের নামী কোচের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলো বাংলার কিশোরী সাঁতারু। জাতীয় পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সময় রিষড়ার বাসিন্দা কিশোরী সাঁতারুর সঙ্গে অশালীন আচরণ করতেন বলে অভিযোগ। শেষে উপায় না দেখে ওই কিশোরী নিজের লুকিয়ে রাখা মোবাইলে কোচের যৌন হেনস্থার ভিডিয়ো তুলে তা প্রকাশ্যে এনে 'সাহায্য' চাইল।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, আগে থেকেই ঘরের একটা জায়গায় ভিডিয়ো রেকর্ডার অন করে একটি মোবাইল রেখে দিচ্ছে ওই কিশোরী। তার পর সে এগিয়ে যায় ঘরের দরজার দিকে। খোলা দরজা দিয়ে এর পর ওই কোচকে ঢুকতে দেখা যায়। কিশোরীর ডান পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা। কোচ এসে প্রথমে সেই চোটের জায়গাটা দেখেন। তার পর নানা ভাবে কিশোরীর গায়ে হাত দেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘর থেকে বেরিয়েও যান। এর পর মোবাইলের ভিডিয়ো রেকর্ডার অফ করতে দেখা যায় কিশোরীকে।

ওই কিশোরীর বাবা জানান, তাঁর মেয়ে বর্তমানে চূড়ান্ত হতাশ এবং মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। কারও সঙ্গেই মেয়ে কথাও বলছে না বলে তাঁর দাবি। কিশোরী জানায় কোচ তাকে বারে বারে বলতো কাউকে এই ব্যাপারে বলবে না। তোমার ভবিষ্যৎ রয়েছে।তাই আমি ভয়ে কাউকে কিছু বলতাম না। কিন্তু, এই নোংরামি আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে কারণেই সব কিছু ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিই। এখন আমি সবার সাহায্য চাইছি।

ওই কিশোরীর বাবার দাবি কোচের ডাকে বাংলা ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে তাঁরা সপরিবারে চলতি বছরের মার্চে চলে গিয়েছিলেন গোয়ায়। আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তাঁদের। কিশোরীর বাবা একটি স্কুলের গাড়ি চালাতেন। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেই গাড়ি বিক্রি করেই গোয়ায় গিয়েছিলেন তাঁরা। ওই কিশোরীর বাবা বলেন "আমরা সব বিক্রি করে গোয়া চলে গিয়েছিলাম। প্রথমটায় তো কিছুই বুঝতে পারিনি, জানতামও না। মেয়েকে দেখতাম কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকত। প্র্যাকটিসেও মন ছিল না ওর। এক দিন আমি খুব বকাবকি করি। তখন আমাদের কাছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসে রাজধানীর শিশু বিহার স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ্য। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীরে বহাল ল্যান্ডলাইন টেলিফোন পরিষেবা

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি হওয়ার পর প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নিজেদের পরিষেবা চালু করল। শ্রীনগরের লালচকে ল্যান্ড লাইনে কাজ করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা কাশ্মীর জুড়ে প্রায় ১০০টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছ। কিন্তু মোবাইল বা ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হবে কিনা সেই বিষয়ে এখনও কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

শ্রীনগরের জেলাশাসক শহীদ চৌধুরী চৌধুরী বলেছিলেন যে, ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ বিলুপ্তির পর কাশ্মীর উপত্যকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। তিনি আরও বলেন, আজ থেকে সাধারণ মানুষ সহজেই টেলিফোন পরিষেবাটি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। ধীরে ধীরে মোবাইল পরিষেবাগুলিও চালু করা হবে। টেলিফোনের পরিষেবা বন্ধ থাকায় এখানে জনগণের যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার জন্য জেলাশাসক এদিন ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে আপনারা যে ধৈর্য দেখিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

আবাসনের তিন-তলা থেকে মরণঝাঁপ! মহারাষ্ট্রে আত্মঘাতী যুবক

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাতের নিস্তব্ধতায় আবাসনের তিন-তলা থেকে মরণঝাঁপ! মহারাষ্ট্রের আকোলা শহরে আত্মঘাতী হলেন একজন যুবক। বুধবার রাতের ঘটনা। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাত ন'টা নাগাদ আকোলা শহরের তীলক রোডে অবস্থিত বহুতল চত্বরে হঠাৎ করেই সজোরে কিছু পড়ার আওয়াজ

ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্জাবের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে তদন্ত শুরু, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৩

চণ্ডীগড়, ০৫ সেপ্টেম্বর (হি.সি.) : বুধবার পঞ্জাবের বাটালার বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩। গুরুদাসপুরের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মামলাটির তদন্ত শুরু করেছেন।

রাজ্যের দুই মন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। বুধবার সন্ধ্যায় বাটালার শাস্ত্রী নগরের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ২৩ জন নিহত ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বাটালা ও অমৃতসরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

কারখানার ধ্বংসাবশেষের নীচে লোকজন চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করে উদ্ধার কাজ চালায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর জওয়ানরা। সকালে ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকের ঘটনাস্থলে এসে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। জেসিবি যন্ত্র নিয়ে এনে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করেছে।

শুক্রবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রায় আট বছর আগে ২০১১ সালের ৮ ই জানুয়ারি ফাজুপুর গ্রামে একই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেখানে আতশবাজি সরবরাহকারী বলবিন্দর সিংয়ের বাড়িতে শুয়ে থাকা বারুদের আরতে আগুন ধরে যায়। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ছয়জন মারা যায় এবং জখম হন ১৫। এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও, গুরুদাসপুরের জেলা প্রশাসন কোন শিক্ষা নেয়নি বলে দাবি স্থানীয়রা।

চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা, ধৃত ১২

নরেন্দ্রপুর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অফিস খুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা। ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের বারুইপুর আদালতে তোলা হয়। সংস্থার কর্মীদের গ্রেফতার করা হলেও পলাতক সংস্থার কর্ণধার। তার সন্ধানে খোঁজ চালাচ্ছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের গড়িয়া ষ্টেশন সংলগ্ন অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কম্পিউটার ট্রেনিং দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। চাকরি প্রার্থীদের সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ সহ বিভিন্ন অফিসে কম্পিউটারের কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ১২, ১৫, ১৭ হাজার টাকা করে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গড়িয়া ছাড়াও স্মার্ট ভ্যালু নামের এই সংস্থার ঢাকুরিয়া, সোনারপুর,

ছয়ের পাতায় দেখুন

অবশেষে সামান্য উত্থান, মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার দাম ৭১.৮৫

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ক্রমাগত পতনের পর, অবশেষে সামান্য উত্থানউ বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতেই ২৭ পয়সা উত্থানের পর ১ মার্কিন ডলার প্রতি ভারতীয় টাকার দাম দাঁড়ায় ৭১.৮৫ টাকাউ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বজায় থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছেউ এর আগে বুধবারই মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামে পতন হয়েছিলউ বুধবার মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার দাম ছিল ৭২.১২উ কিন্তু, বৃহস্পতিবার পতনের গ্রাস থেকে মুক্ত হল ভারতীয় টাকা।

সামান্য হলেও, মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ভারতীয় টাকাউ বৃহস্পতিবার বাজার শুরুতেই ১ মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়াল ৭১.৮৫ টাকাউ এই প্রবণতায় স্বাভাবিকভাবেই চাঙ্গা শেয়ার বাজারেউ প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিন ধরে টাকার দাম হু হু করে পড়ছেউ আর সেই পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতেও একটা চিন্তার ভাঁজ পড়েছিলউ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই বলেছিলেন, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, পণ্য আমদানির জন্য মার্কিন ডলারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই টাকার মূল্যে এই রেকর্ড পতনউ অবশেষে বৃহস্পতিবার সামান্য হলেও, মাথা উঁচু করে দাঁড়াল ভারতীয় টাকা।

শামলি রেল স্টেশনে গ্রেফতার ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক, উদ্ধার সিআইডি-র জাল পরিচয়পত্র

শামলি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের শামলি রেল স্টেশনে ভুয়ো টিকিট পরীক্ষককে গ্রেফতার করল গর্ভমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)উ বুধবার দিল্লি-হরিদ্বার প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে পাকড়াও করা হয় ওই ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক (টিটিই)-কেউ ধৃতের নাম হল, কার্তিক কুমারউ ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)-র জাল পরিচয় পত্রউ ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করেছে জিআরপি।

বৃহস্পতিবার সকালে জিআরপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার শামলি রেল স্টেশনে দিল্লি-হরিদ্বার প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে গ্রেফতার করা হয় ভুয়ো টিকিট পরীক্ষককেউ ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সিআইডি-র জাল পরিচয় পত্রউ ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : সুপ্রিম কোর্টে জোরদার ধাক্কা খেলেন পি চিদম্বরম, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জোরদার ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমউ শুধুমাত্র সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) নয়, আইএনএক্স মিডিয়া মামলার তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ওউ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তদন্ত মামলায় পি চিদম্বরমের আগাম জামিনের আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টউ দিল্লি হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ায় রক্ষাকবচের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পি চিদম্বরমউ কিন্তু, বৃহস্পতিবার পি চিদম্বরমের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতউ শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেগুলার জামিনের জন্য ট্রায়াল কোর্টে আবেদন করতে পারেন পি চিদম্বরমউ ফলে পি চিদম্বরমকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না ইডি-র। সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয়েছে, 'প্রাথমিক পর্যায়ে আগাম জামিন প্রদান তদন্তে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে...তাছাড়া আগাম জামিন মঞ্জুর করার মতো সহজ মামলা নয় এটিউ অর্থনৈতিক অপরাধ ভিন্ন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এর মোকাবিলা করতে হবেউ' এরপরই পি চিদম্বরমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ইন্দোরে চার-তলা আবাসিক বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, দু"টি শিশু-সহ আহত ৭ জন

ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক! পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় আতসবাজির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ভয়াবহ আগুন লাগল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরেউ বৃহস্পতিবার ভোরে ইন্দোর শহরের আলাপুরা এলাকায় অবস্থিত একটি চার-তলা বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগেউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ তবে, দু"টি শিশু-সহ মোট ৭ জন আহত হয়েছেনউ আহতদের মধ্যে রয়েছে ছ"বছর বয়সি একটি শিশু কন্যা এবং ১০ বছর বয়সি বালকউ এছাড়াও ১৮ বছর বয়সি একটি তরুণী অগ্নিদগ্ধ হয়েছেউ কমবেশি আহত অবস্থায় প্রত্যেককে উদ্ধার করে ইন্দোর শহরের মহারাজা যশবন্তরাও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ ইন্দোর শহরের আলাপুরা এলাকায় অবস্থিত একটি চার-তলা বহুতলে ভয়াবহ আগুন লাগেউ বহুতলের পার্কিং লট থেকে আগুনের সূত্রপাত, মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বহুতলের প্রথম-তলায়উ বহুতলের প্রথম-তলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আটকে পড়েন বহু আবাসিকউ

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ দমকল কর্মীরা প্রথমেই হাইড্রোলিক ল্যাডারের সাহায্যে বহুতল থেকে কমপক্ষে ১৪ জন উদ্ধার করেনউ তবে, এই অগ্নিকাণ্ডে দু"টি শিশু-সহ মোট ৭ জন আহত হয়েছেনউ আগুনে পুড়ে গিয়েছে আটটি মোটরবাইকউ দমকল কর্মীদের প্রায় ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ প্রাথমিক তদন্তের পর দমকল কর্মীদের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাতউ প্রসঙ্গত, বুধবারই পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার বাটালায় আতসবাজির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগেউ গুরুদাসপুর অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ২৩ জন, আহতের সংখ্যা ২০।

কক্সবাজারে এনজিও থেকে ২ হাজার দা-ছুরি জব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০৫।। ত্নকক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সরবরাহের জন্য বেসরকারি সংস্থা শেডের কার্যালয়ে মজুদ করে রাখা দুই হাজারের বেশি দা-ছুরিসহ কয়েক হাজার সামগ্রী জব্দ করেছে প্রশাসন।এনজিও কর্মকর্তারা মজুদের নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় এগুলো জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার উখিয়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফখরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে গোপন খবরের ভিত্তিতে উপজেলার মালভিটা এলাকায় শেডের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে এগুলো জব্দ করা হয়।এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে, ১৭০০ রাম দা, ৪০০ ছোরা, ১১০০ হাতুড়ি, ১২০০ হাতকরাত, ১২০০ তার কাটার প্লাস, ২২০০ বেলচা, রশি, ইত্যাদি।সংস্থাটির লোকজন জানিয়েছেন, এগুলো তারা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম-এর অর্থায়নে রোহিঙ্গাদের মধ্যে সরবরাহের জন্য মজুদ করেছিলেন।এগুলো জব্দ করে উপজেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন,রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে এগুলো বিতরণের অনুমোদন রয়েছে কিনা তার অনুকুলে নথিপত্র দেখাতে সংস্থাটির সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।